মা

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

আর্ষ

MA

A collection of Bengali Poems

by

Rabi Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ ঃ বাঁকুড়া বইমেলা
১১ই ডিসেম্বর, ২০০৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন, ২০১০

কপিরাইট ঃ রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ঃ বিশ্বরূপ দত্ত

প্রকাশক ঃ আর্ষ

মুদ্রক ঃ অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়
টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৪০

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

সৌজন্য অনুদান ঃ একশ কুড়ি টাকা

আমোদবালা গঙ্গোপাধ্যায়

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ভালবাসায় অভিমানে	১৯৭৬ (প্রথম মুদ্রণ)
কবিতার কাছাকাছি একা	১৯৮১
বৃষ্টির মেঘ	১৯৮২
আরশি টাওয়ার	১৯৮৯
কোজাগর	১৯৮৪
পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে	২০০৮
উৎফুল্ল গোধূলি	২০০৮
কয়েক টুকরো	২০১০
প্রাচীন পদাবলী	২০১০
ভালবাসায় অভিমানে	২০১০ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

মা

'মা' ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। দু হাজার তিনের ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশ। প্রকাশক ঃ আর্ষ, বাঁকুড়া। একশ আটটি কবিতার সঙ্কলন। প্রচ্ছদ ঃ বিশ্বরূপ দত্ত।

কবিতাগুলির নাম নেই। সংখ্যায় চিহ্নিত। একশ আট সংখ্যাও বিশেষত্বপূর্ণ। যেন একশ আটটি পদ্মের মালা। মাকে নিবেদিত। গর্ভধারিণী জননীকে। মাকে নিয়ে একটি দুটি কবিতা অনেক কবিই লিখেছেন, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ আছে কিনা জানা নেই। কবিতাগুলি বিশেষ স্থান কালানুভূতির ডায়েরী। বিশেষ কালের বিশেষ মানুষের বিবরণী। আত্মপ্রতিকৃতি। স্বভাবমোক্ষণ। একটি বিশেষ ভাবাবেগ কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলির উদ্দীপক নিয়ন্ত্রক। এই ভাবাবেগ মাতৃকেন্দ্রিক, মাতৃপূজা। মাতৃপ্রদক্ষিণ। গজানন বিনায়কের বিশ্ববীক্ষার মতো। অনাহত এক সঙ্গীত, যা সংশয়ী নাস্তিককেও স্তব্ধ করে, অদীক্ষিতকেও কাছে টানে। মা এখানে মৃত্তিকা এবং বন্ধন। আকাশ এবং মুক্তি। অন্তরীক্ষ এবং ক্রন্দসী। মন্ত্রময় উচ্চারণে বাজতে থাকে বাজতেই থাকে এ গ্রন্থের ভুবন। ছন্দসমর্পিত কবিভাষায় অনায়াস অকপট স্তবগুলিতে ফুলের গন্ধের মতো সুঘ্রাণ ওঠে। মাতৃবন্দনার কোমল গান্ধার বেজে যায়—বেজেই যায়। পড়তে পড়তে আমাদের মাতৃহাহাকার ভালবাসায় সায়ন্তন বিষাদে বুকের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে। কোনো ঈশ্বরী নন, দেবী নন, মা—রক্তমাংসের জননী ধর্মাধিক স্নেহস্পর্শে এসে পা রাখেন বুকের ভালবাসার পদ্মে। মানবিক প্রত্যয়ে টান টান হয়ে শেষ পর্যন্ত প'ড়ে যাই—প'ড়ে যাই প্রতিটি কবিতা। কোনো একটি বা দুটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার ক'রে এ গ্রন্থের কিছুই বোঝানো যাবে না। শুধু কবিত্ব নয়, নির্মাণদক্ষতা নয় মাতৃবন্দনার এক আশ্চর্য রসায়ন এই অন্ধকার যুগে বিস্মিত করে, বিহ্বল করে। যে মা এই কাব্যের নায়িকা তাকে ঘিরেই কবির বেদনানন্দের শুরু। অপসৃত অতীতের বাঁকে বাঁকে মণিময় স্মৃতিস্নিগ্ধ আলো ছায়া। তাঁর আগমন নিষ্ক্রমণের মধ্যে মিশে আছে অনাসক্তির আর্তি। ধীরে ধীরে উন্মোচন হতে থাকে। মানবী ঈশ্বরী হয়ে ওঠেন। পরমা প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হন। তিনি স্থূলে এবং সূক্ষ্মে। প্রকৃতিমণ্ডলে। কোটি সূর্যসমপ্রভা। বিস্ময়ী চন্দ্রমা। মায়ের সান্নিধ্য, মায়ের স্মৃতি, মায়ের বিচ্ছেদ মন্ত্রময় ঘোরে শব্দের মৃণালে ভর ক'রে পদ্মের মতো বিকশিত। মাতৃপূজার এই ব্রত এবং বৃত্তি কাব্যের অঙ্গীরস। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উপমা উৎপ্রক্ষায়, সাধারণ এবং সার্বজনীন মিশ্রবৃত্তের প্রবহমান বিন্যাসের মেলবন্ধনে কবিতাগুলির সম্মোহন উচ্চকিত হয়েছে। প্রায় ভাষাহীন ভাষায় রচিত কবিতাগুলি আমাদের বিশ্রাম।

☐ সব কথা ভেসে যায় টলোমলো অশ্রুর ফোঁটায়
ত্রুটির পাহাড় হাসে ঝড়ো হাওয়া তুলে সারারাত
গঙ্গা যমুনার টানে দুলে ওঠে অন্ধকার সাঁকো।

☐ আমারও পাথর
তুমি নেই ব'লে মাগো, নিংড়ে নামে জল!

☐ তোমার চুম্বনে কাঁপে নিরঞ্জন জলের ফোয়ারা।

☐ মা, আমি অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।
মা, আমি কি কোনোদিন তোমাকে দেখিনি?

☐ ইন্দ্রিয়বিহীন তুমি, তবু সেই দুটি শাদা হাত
দিয়ে ধরো পৃথিবীর ব্যবধানহীন এ প্রপাত।

☐ তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্মে বিরজা ব্রহ্মবাদিনী
প্রকৃতিমণ্ডলে তীব্র কোটিসূর্যসমপ্রভা
চিন্ময়ী চন্দ্রমা স্নিগ্ধা সুশীতলা স্নেহময়ী
হৃদয়কমলমধ্যে অধোমুখী অনাহত
মা, আমি পৈতৃকভিটেপরিত্যক্ত, এ কর্ণিকা
ধ্যানবিন্দুশ্রুতিসুপ্ত, মহামূর্খ পরাভূত
জন্মমৃত্যু জলে ভাসি শরণাগতিতে একা।

১

একদা আমাকে পার ক'রে দিয়েছিলে হাতে ধ'রে
সরু শীর্ণ বাঁকা পথ ভীষণ দুর্বল তীব্র সাঁকো
এখন তোমাকে আমি হাতে ধ'রে কীভাবে পেরোবো
এত বড় পারাবার? সৈকতে দুজনে হেঁটে যাই
মুঠোতে তোমার মুঠো অতিক্রান্ত নব্বইয়ের দেহ
শিশুর মতন স্থির আনন্দে তাকিয়ে আছ দূরে
কত দূরে? আমি যার কিছুই জানিনা!
কিছুই জানিনা ব'লে কান্না পায়। তুমি চ'লে গেলে
কীভাবে বাড়িতে ফিরে তাকাবো চারদিকে
ছড়ানো ছিটোনো স্মৃতি মায়াজাল। কিছুই জানিনা।
কবে যাবে। কোথা যাবে। কেন যাবে। সবকিছু ফেলে!

২

আমার যে কথা ছিল সঙ্গে নিয়ে যাব
যেখানে শৈশব গেছে যেখানে কৈশোর গেছে তোর
যেখানে স্মৃতির গন্ধ লেগে আছে ভেসে আছে গান
আনন্দ ও বেদনার, পড়ে আছে সাঁকো—
আমার যে কথা ছিল ... কথা ছিল ... কথা ছিল ও মা
সব কথা ভেসে যায় টলোমলো অশ্রুর ফোঁটায়
ত্রুটির পাহাড় হাসে ঝড়ো হাওয়া তুলে সারারাত
গঙ্গা যমুনার টানে দুলে ওঠে অন্ধকার সাঁকো

৩

এখন তোমার কাছে ব'সে থাকতে ইচ্ছে করে খুব
ওই জীর্ণ শরীরের প্রতি রোমে আমার পৃথিবী
প্রত্যেকটি বলিরেখা আমার সহস্র নদনদী
দুটি সকাতর চোখ চন্দ্র সূর্য ও মুখ আকাশ
এখন আমার বিশ্ব তুমি তাই ফিরে ফিরে যাই
তোমার দরজায়। দেখি : অন্ধকার ছিঁড়ে
আমার হৃদয় তুমি আলোকিত করেছো কখন!
আজ আমার ব্যর্থতার দুঃখ নেই। দু'চোখের কোলে
জমেছে অশ্রুর বিন্দু টলোমলো, স্বর্গাধিক তুমি
এই কথা ভেবে। আজ তৃপ্ত। সুখী। স্নেহস্রোতে ভেসে
চলেছি কি শান্ত স্নিগ্ধ অমৃত-মধুর। তটরেখা
তোমার শরীর। আমি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সুখের দুঃখের
পরপারে চ'লে যাই। তুমি হাসো আশ্চর্য বিহ্বল
তুমি হাসো হেসে ওঠো আমার দু'চোখে জমে জল!

৪

তোমার দুঃখের কাছে রয়ে গেছে আমার স্বভাব
চোখের জলের ফোঁটা ফেলেছিলে, ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন বাগান
চিনিনা, গভীর রাতে হাতে নিয়ে অধিকারহীন
দ্রবীভূত স্নেহ, এসে ফিরে যায় কয়েকটি দেবতা
তোমার দুঃখের কাছে আছে আজও আমার সহজ অভিমান।

৫

ভুলে যেতে চাও ব'লে মাঝে মাঝে চেনোনা আমাকে?
আমি তো ছিলাম ওই রক্তে জলে স্নায়ুতে শিরায়
তিনশ' দশ দিন আমি শুষেছি যে সত্তার শিকড়ে
তোমাকে! আমার জন্য কাতরতা বিদীর্ণ করেছে
ব্যাকুল আকাশ বজ্রসংবেদনে। আজ চেয়ে আছো
অপরিচয়ের চোখে! ভুলে যেতে? কেন ভুলে যেতে?
যেখানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছো সেখানে কি
আমার স্মৃতিরও কোনো অধিকার নেই? কেউ নই?
শাসন করোনা আর। তাই আমার ফিরে আসতে দেরি
শুধোও না কিছু আর। তাই কোথা যাই, থাকে চাপা
বুকের পাথর থেকে ওঠে তাপ আগ্নেয় আকুল
আজ কেন ফেটে ওঠে প্রবাহতরল এ ফোয়ারা?
বলো মা, কোথায় ছিল এই জল তাতল সৈকতে!

৬

তুমি সব দিয়ে গেছ আত্মপরায়ণ করতলে।
এ তোমার আত্মজন্ম; এ আমার আত্মম্ভরিতা।
আনৃণ্য কখনো নয়। আসমুদ্র হিমাচল ঋণ।
পামীরপ্রমাণ পাপ, তুলো নয়, প্রকৃত পাথর।
তুমি সব দিয়ে গেছ, এবার আমাকে দিতে হবে।

৭

অসময়ে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠো! গভীর রাত্রিতে
ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বলো : ভোর হয়ে গেছে দেখ
কোথায় আলোর চিহ্ন! আমরা বিস্ময়ে হতবাক!
আমরা বিহ্বল! ফের তোমাকে শুইয়ে দিয়ে ফিরি
আবার ঘুমের দেশে। তুমি জেগে থাকো সারারাত?
অন্ধ ও বধির হয়ে তুমি শোনো হাহাকারময়
পৃথিবীর কোলাহল, দেখ আলো আকাশ চুঁইয়ে
প্রান্তরে গড়িয়ে যায়। আমরা ঘুমিয়ে থাকি ঘরে।

প্রাচীন পদাবলী—১

১. তুমি কেন চিঠি দিলে? আমি সেই কতোকাল আগে
প্রতিটি রোরুদ্যমান অক্ষরের ভেসে যাওয়া মুখ
ব্যাকুল দুহাতে ধ'রে সারারাত গন্ধেশ্বরী তীরে
তোমারই প্রতীক্ষা করে বেদনায় দাঁড়িয়ে থাকতাম

কেন চিঠি দিলে আজ? আর কি আমার সেই নদী
তেমনি রহস্যময়ী, সেই রাকা রজনীর ম্লান
জ্যোৎস্না কি ভাসায় দেহ কৌমার্যে আতুর
আকাশ কি আজও নামে প্রান্তরের দীঘল বাসরে!

২. অধিকারহীন এই এঁকে রাখা শব্দমালা ঘিরে
আমাদের এ হৃদয় ঃ চ'লে যেতে যেতে বার বার
তাকাতে কেন যে ইচ্ছে কেন চোখ নিষেধ শোনেনা
কেন যে বিষণ্ণ মেঘ বিকেলের নদীকে কাঁদায়!

কোনো দাবী নেই? তবে কেন যেতে বলো? তবে কেন
এ নদীর তীরে এসে পুন্নাগ তরুর তলে অরুণ চরণে
ফাল্গুন নিশীথে এসে দাঁড়াবে বলেছ ব্যথাতুর
কেন অধিকারহীন আমাকে জাগিয়ে রাখে নীরব আকাশ।

৩. একদিন এই নদী এ পাহাড় অরণ্য প্রান্তর
চরণ-সম্পাতে, সখি, রোমাঞ্চিত ক'রে দাও এসে
বড় সাধ, একবার এসে বসো কর্ণিকার মূলে
ভ্রূ-বিলাসে আসে যেন বৃষ্টিধারা সমস্ত শিরায়

একদিন এ পৃথিবী অমরাবতীতে পরিণত
করো সখি, অনন্তের মন্দারের মালা
কতোদিন দুটি হাতে, যদি কণ্ঠে না নেবে, তোমার
শুচিস্মিতা পায়ে রেখে বসে থাকব পারিজাত বনে!

৪. আমাকে কি দেবে তুমি সুগন্ধ অস্তিত্বটুকু ছাড়া?
তুমি আছো এর চেয়ে বড়ো বেশি আনন্দ কোথায়?
যে কোনো ব্যথিত দিনে দাঁড়াবো তোমার কাছে—এই।
যে কোনো বিষণ্ণ রাতে দাঁড়াবো তোমার কাছে—এই।

১০

তোমার পায়ের তলে জ্বলে মণিমাণিক্যের আলো
আমার প্রণত মুখে এসে লাগে সে কিরণরেখা
অথচ তোমাকে দেখতে এতদূর একাকী এলাম
এই ব্যবধান বড় মায়াময় হিরণ্ময়, তাই
মুগ্ধ হয়ে ফিরে যাই আবার আবার আসতে ফিরে।

১১

স্কুল থেকে ফিরে দেখি দেবীমুখখানি অসহায়
শিশুর মতন চেয়ে! যেন আমি আজও ছোটো আছি
যেন সন্ধ্যা ঘন হলো তবু আমি ফিরিনি বাড়িতে।
সত্যিই ফিরিনি মাগো। পথে পথে পুড়ে উড়ে যায়
সারাটা জীবন। আমি সব কথা বলিনা তোমাকে
অনেক গোপন কথা, বহু ভার। তুমি ঠিক বোঝো।
আর তাই চেয়ে থাকো আমার মুখের দিকে ম্লান।
ভাগ্যিস চেনো না বর্ণমালা। তুমি তাহলে কি আজ
আমার মুখের ভাষা প'ড়ে ঠিক ধ'রে ফেলতে কেন
এত দেরি হলো? ওই যবনিকা বড্ড বধির।
তুমি গ্রন্থি ছিঁড়ে দেখ কোনোখানে অন্ধকার নেই
তাই মধ্যরাতে জেগে বলো ভোর হয়ে গেছে দেখ।
ভাগ্যিস পারো না পড়তে! বই কই জীবনের মতো?
সুগন্ধি শব্দের স্পর্শে ওই মুখে বিদ্যুৎ চমকায়।

১২

স্মৃতির কিনার ঘেঁষে ঘন রাত। অশ্বত্থের ডালে
আকাশ উপুড় করা জ্যোৎস্না। আর জোনাকির ঝাঁক।
গভীর প্রান্তর থেকে প্রেতায়িত শেয়ালেরা এলে
মাটির দাওয়ায় ঘুমে অচেতন কিশোরের হাতে
হাত। মুখে হাত। কার হাত? মার। দুর্গার মতন
চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। ভেসে যায়
সর্বস্ব হারানো দুঃখ ক্ষয় ক্ষতি জ্বালা অপমান
ব্যাকুল অঞ্জলি থেকে ঝ'রে যায় পৃথিবী আমার
ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকা সেই মুখ চোখ
সেই স্নেহ-জল-ভার আমার শিয়রে ঝুঁকে থাকা
স্মৃতির দু'পাড় ঘেঁষে স্নেহ তরঙ্গের কলরব
আর তার হাহাকার অনাহত ধ্বনির ব্যঞ্জনা
শব্দ ভাঙে শব্দ গড়ে স্তব্ধ অসমাপ্ত কবিতায়।

১৩

কোনো তীর্থে হাতে ধ'রে নিয়ে যাইনি। আজ একা একা
মা, তুমি কোথায় যাচ্ছো? কখনো কোথাও
এক পা ঘরের বাইরে রেখেছো একাকী? তবে আজ
কী ক'রে সাহসী হলে! কী ক'রে সাহসী এত হলে!
দেখোনি কি অন্ধকার, ডুবে আছে সসাগরা মাটি
শীর্ণ চোখে চেয়ে আছে আকাশে সপ্তর্ষি সারারাত
পৃথিবীর স্থির নীল বিশ্বাসের দিকে অপলক।
মা, তুমি কোথায় যাবে? কেউ কি তোমাকে হাতে ধ'রে
নিয়ে যেতে এসেছে? সে কার পিতা? তোমার? আমার?
চপলা বালিকা যেন! এত খুশী। ভালোবাসতে খুব
বেড়াতে, বিদেশে যেতে, অনন্তের দেশে যেতে, যাও।

১৪

তুমি যে সমুদ্র হয়ে সম্মুখে রয়েছ দেখিনি তো!
সহসা সৈকত ভেঙে আমাকে সর্বাঙ্গে ঢেকে দিলে
আমি কি শৈশবে যেতে পারি আর? পারি?
তাহলে উড়ুক সব জীর্ণপাতা ধুলো বালি ঝড়ে
তাহলে পুড়ুক সব তোমার আগুনে তৎক্ষণাৎ
পৃথিবীর অন্ধকার ছিঁড়ে খুঁড়ে জ্বলুক তোমার
আনন্দ-মুখশ্রী আজ আমার তাপিত করতলে।

১৫

মনে পড়লে শাদা পথ কেঁপে ওঠে সাঁকোর দু'ধারে
নীচে ধাবমান জল কিনারে কয়েকটি কাঁটালতা
একটি নিঃসঙ্গ পাখি ঘোমটা টানা ছায়ার তলায়
সমস্তই যেন একটি অসমাপ্ত গল্পের রেখায়
আঁকা আছে : তুমি ছিলে তুমি হেঁটে গিয়েছিলে ব'লে।
মাটির কলসও আছে তৃষ্ণা আছে সত্তার শিকড়
নিরুদ্দেশ মেঘেও তো বেলা যেতে পারে, বেলা যায়
ছেঁড়া মাদুরের মতো আঁকা বাঁকা আলপথে তুমি
তুমিই ফেরোনা ঘরে। মনে পড়ে পিপাসার পথ।

১৬

কী লিখব তোমার কথা বানিয়ে বানিয়ে?
বুঝিনি তোমাকে। ধর্মাধর্মহীন কাটিয়েছি বেলা।
মনেই পড়েনি। আজ নিষ্প্রাণ কথার এই মালা
গাঁথতে হাসি পায়। চোখে জল আসে। দেখে
ভাবি, এই জলও ঠিক সত্যি নয়। আলোর ভিতরে
এত অন্ধকার ছিল! নিরভ্র আকাশে এত মেঘ!
এমন খরায় এত বৃষ্টি ছিল! আমারও পাথর
তুমি নেই ব'লে মাগো, নিংড়ে নামে জল!

১৭

সবাই ফিরেছে ঘরে শুধু তুমি ছাড়া।
আমি কি ব'সেই থাকবো নাকি?
অবুঝ শিশুর মতো? তারাদের পাড়া
ঘুমিয়ে কাতর গাছ পাখি।

সবাই ফিরেছে ঘরে শুধু তুমি ছাড়া
কৃষ্ণা দশমীর চাঁদ ডুবে গেছে ভোরে
তখনো ঘুমিয়ে আছে অন্ধকার পাড়া
মা, আমি তোমাকে ডাকবো আর কতো জোরে?

সবাই ফিরেছে ঘরে ফিরেছে সকলে
শুধু তুমি ভেসে যাছো
আমার এ দু'চোখের জলে!

১৮

আমাকে আশ্রয় দাও আমাকে ব্যাকুল ধ'রে রাখো।
স্মৃতিশক্তি ধ্রুবা হলে কোনোদিন ঘুমোতে যাবো না।
মা, তোমার মনে নেই? মা, তোমার কিচ্ছু মনে নেই?
তোমার প্ল্যাসেন্টা ছিঁড়ে কেঁদে ওঠা দুর্যোগের ভোর?
আমাকে কে শুধোবে কে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে তাকাবে
প'ড়ে নিতে সব লেখা এ মুখের? আমাকে ব্যাকুল
ধ'রে রাখো, টলোমলো দুঃখী সাঁকো, পিপাসার্ত জল—
মা, তোমার সত্তা থেকে আমার হৃদয়পদ্ম দেখো
কী সুন্দর ফুটে উঠছে ভোর হচ্ছে প্রার্থিত সকাল।
ইন্দ্রিয় বোঝে না কিছু। তুমি? ওমা, তুমিও বোঝো না?
বিশ্বাস করি না। দাও নিজেকে নিঃশেষে এইবার
আমি থাকবো, ভয় কি মা, আমাকে ব্যাকুল ধ'রে থাকো।

১৯

তোমার গল্পই নেই। কাহিনীবিহীন গেছে দিন
যেন স্বচ্ছ সরোবর পদ্মময় সুগন্ধি সজল
যেন গ্রাম্য ভীরু পথ নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ পাতা ঢাকা
যেন শিশিরের বিন্দু ঘাসের ডগায় টলোমলো
রূপকথার দুয়োরানী চোখের আকাশে শুধু নীল
অশ্রুর অমৃতবাষ্পে তারাভরা অন্ধকার রাত
আমার সমস্ত কান্না প্রার্থনার প্রপন্নার্তি ভয়
গাঢ় ঘুম জাগরণ স্বপ্ন ও সত্যের এক আশ্চর্য অন্বয়
গল্পহীন তবু এক আরম্ভের শেষের বিস্ময়।

বলিনি সে কথা? কেন অভিমান দুঃখ কেন কাঁপে
আমার সমস্ত ঘাসে শিশিরে পদ্মের পাতা জুড়ে
কেন এ ধুলোর পথে বেদনার সোনা, কেন জল
মণিহীন দু'কোটরে জমে ওঠে, ভয় করে সখি?

৪০. অন্ধকারে কথা বলো আকাশে তারারা কেঁপে ওঠে
মাটিতে প্রান্তরে ঘাস রোমাঞ্চিত উজানের নদী
বৃষ্টি পড়ে সারারাত বৃষ্টি পড়ে এলোমেলো হাওয়া
অন্ধকারে কথা বলো আমার অত্যন্ত কাছে, দূরে!

তোমার কথার টুকরো ভেসে যায় কাঁসাইয়ের জলে
আমার কবিতা বাজে নৈঃশব্দের গান হয়ে দেখ
সমস্ত বেদনা ফোটে ফুল হয়ে রাত্রির বাগানে
অন্ধকারে কথা বলো তাই মুখ দেখিনি কখনো

৪১. তোমাকে বেসেছি ভালো এ সরল সত্য দেখ স্থির
দিনের রাতের মতো এ সহজ উচ্চারণে ঝরে
মর্ত্যের অজস্র শিউলি, জন্মের মৃত্যুর কালো জল
ভ্রূকুটি কুটিল নয়, আমি তীরে আনন্দে অধীর

তোমাকে বেসেছি ভালো এ সত্যে সম্পন্ন হয়ে উঠি
এর চেয়ে বেশি আর আমার বলার নেই তবু
একটি কথাই বলি ফিরে ফিরে এজন্মের তীরে
তোমাতে আমার মুক্তি আমার মোক্ষের স্বর্গ সব।

৪২. আমার সর্বস্ব যায়, তুমি কেন দেখেও দেখনা
এত বৃষ্টি কে চেয়েছে এত মেঘ এরকম হাওয়া
আমার সর্বস্ব ভাসে, এসময় কী কৌতুকে তুমি
সামান্য ঘাসের ফুলে তুলি দিয়ে কারুকার্য করো

আমার বেদনাহত অভিমান নির্বান্ধব একা
বিষণ্ণ বালক যেন, তোমার কি কষ্ট হয় না কোনো?
ঘরে না ফেরার রাতে তোমার বুকের ব্যাকুলতা
ঝরেনা বৃষ্টির মতো? নাকি ঝরে! আমি অন্ধ ঘুরি!

৪৩. আমি তো দেবতা নই আমি লোভে পাপে ও মৃত্যুতে
চিত্তের বৃত্তিতে ভাঙি সংস্কার প্রারব্ধ প্রাক্তন
আমি জন্মান্তর মানি কর্মফল ভালবাসা ঈশ্বর আমার
আমার দুচোখে ভেজে পৃথিবীর রক্তের বেদনা

তুমিও মানুষী ধর্মে দীক্ষা দাও যে তোমার কাছে
কেবল তোমাকে চায় শরীর ছাড়িয়ে বহু দূর
যদি আর্ত হাহাকার তোমাকে ভেজায় কোনোদিন
তাকে শুধু ভালবাসো ঃ তার মুক্তি ত্বরান্বিত করো

৪৪. কিছুই রাখিনি লিখে তাই আশ্বিনের শাদা কাশ
শরতের মতো শিউলি দুঃখের বিস্তীর্ণ শ্যামা ঘাস
সমস্ত ব্যাকুল মাঠে চাঁপার রোদ্দুর এত তারা
তাই এ প্রমত্ত গান অন্ধকারে দিগ্বিদিকে হারা

কিছুই রাখিনা লিখে তাই দেখা না হওয়া কাঁসাই
জলের প্রবাহে রাতে নিয়ে যায় আমি হেঁটে যাই
বহুদূরে অসম্ভব নদীর কিনারে এই যাওয়া
তোমাকে পেতেই শুধু, জানে পাখি জানে শুধু হাওয়া

৪৫. ক্লাসের জানালা গ'লে গুগুনিয়া কেন ঢুকে যায়
হাজার হাজার শুকনো লাল পাতা আনে ঘূর্ণি হাওয়া
মাদলের দ্রিমি দ্রিমি উৎসবের দুরন্ত দুপুর
লাইবিনিজের সব সহজাত ধারণা ওড়ায়

পাহাড়ে আগুন জ্বলে সারারাত বহুদূর থেকে
জবার মালার মতো চোখে পড়ে নীচে এক নদী
বালির চিতায় জ্বলে নেভে জ্বলে সারাটি জীবন
এসব জানো না তুমি, দেখাতে ভীষণ ইচ্ছে হয়

৪৬. এই পদাবলী ভাসে কাঁসাইয়ের জলে ভেসে যায়
তোমার উদ্দেশে, সখি, কতদূর যেতে পারে নদী?
সমুদ্র সঙ্গম তার সম্ভব হয়েছে কিনা কেউ
বলেনি আমাকে ঃ রাত্রি চিরকাল আমাকে শুধায়

২২

জটিল তত্ত্বের বাইরে দূরে একা হৃদয়ের ভারে
ব্যথিত উন্মুখ তুমি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছো
ব্যাকুল দু'চোখে মেঘ জলভার স্বর্গাধিক পৃথিবী আমার
কেবল আমার জন্য! আজ বড়ো দেরি হলো মা গো
তোমার শরীর কই? তোমার শরীর? আমি নিজে
আগুনে রেখেছি ঢেকে বিশালাক্ষী অন্ধকার রাতে
একদিন ঠিক উঠে হেসে হেসে আদি সময়ের ধুলো ঝেড়ে
কোলে তুলে নেবে ব'লে পৌত্তলিক তোমার খোকাকে।

২৩

আজ তুমি নেই বলে আমি পথ করেছি সম্বল
পালিয়ে চলেছি একা অনাথ শিশুর মতো ভীতু
পথের ধুলোর স্নেহ সারা গায়ে পথের তরুর ছায়া রোদে
সমস্ত শরীরে ছাই লতাগুল্ম আতুর পল্লব
অন্ধকার মেঘে মেঘে বৃষ্টিতে বিদ্যুতে জলে ঝড়ে
তোমার আঁচল এসে মুছে দেয় সমস্ত আকাশ
কী প্রগাঢ় ফুল ফোটে যেন হাসো অভয় আদরে
সমস্ত শূন্যতা ছিঁড়ে বেজে ওঠো : আমি আছি চেয়ে দেখ খোকা।

২৪

জানিনা কোথায় যায় সকালের আলোকিত ফুল
কেন হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে যায় ব্যাকুল প্রতিমা
নুনের পুতুল কেন গ'লে যায় সমুদ্রের জলে
ব্যথার কুয়াশা ঢাকা একা একা নির্বাক বালক
কেন যে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকার জটিল প্রবাসে!
কিছুই জানিনা মা গো, তোকে ছাড়া, সমস্ত বিস্বাদ
আমার লাগে না ভালো কিছু আজ বড় দুঃখী দিন
কেউ ভালো ক'রে মুখে তাকায় না বোঝে না আমাকে
শুধু তীব্র নীলাকাশে তোর মুখ বিদ্যুৎ চমকায়।

২৫

মা, তুমি ঘুমোও। আমি জেগে আছি। আজ
আমাকে শাসন করো এই ভাবে। আর তো কখনো
তোমাকে একাকী ফেলে পালাতে পারব না।
আর আমার সাধ্য নেই ব্যথা দিতে হৃদয়ে তোমার।
সমস্ত সুখের পারে সমস্ত দুঃখের পরপারে
মা, তুমি ঘুমোও। আমি জেগে থাকি। তুমি
একদা কীভাবে জেগে চেয়ে থাকতে ধূ ধূ শাদা পথে
কীভাবে আকাশ মুচড়ে কেঁদে উঠতে, দেখি
সত্তার শিকড়ে কতো জন্মের পাথর ঠেলেছিলে!

২৬

তুমি তো বলতে না কিছু অভিমানে গুটিয়ে নিজেকে
ব্যথিত ফল্গুর মতো ব'য়ে যেতে শুভ্র বালুময়
আমার পিপাসা তীরে কেঁদে ফিরতো অন্ধ ও আতুর
তুমি তো জানতে না কিছু এমন কি নিজ অধিকার
প'ড়ে থাকত, তাকাতে না, সরলতা মাখানো ও মুখ
আগুনও পারেনি ছুঁতে, আমার অন্যায়কারী হাত
তাই স্তব্ধ প্রসারিত অনন্ত দিগন্তে সরাসরি।

২৮

স্নেহ সম্বলের মধ্যে। বাকি নিঃস্ব। এই তুমি ও মা।
করুণায় আর্দ্র মুখ। বাকি দুঃখে দগ্ধ। ও মা তুমি।
কবির সমস্ত শব্দ। শব্দের শিখর উৎস। কোমল শিকড়।
সমস্ত বিন্দুতে তীব্র স্পর্শাতীত গঙ্গা যমুনার নীল টান।
মা, দেখ আমার সত্তা জরো জরো বর্ষার পৃথিবী।
সম্বলের মধ্যে তুমি। মা, আমার ব্যর্থতার চূড়া
আকাশ পেরিয়ে যায়। তুমি থাকো নিভৃতে ভিতরে।

২৯

স্রোত খায় সমূহ সংসার, মাঝে মাঝে জেগে ওঠে চর
আবার সে চরও ডোবে প্রলয়ের জলে, তবু আরও
চর জেগে ওঠে। ও মা, কালস্রোত জানে না তোমার
অপার সাকার চরাচর। আমি সেখানে যে থাকি
তোমাকে অনেক দূরে ফেলে রেখে বোকার মতন—
বারে বারে ছিঁড়ে ফেলি তোমাকে ও তোমার শরীর
তোমার হাসিতে আসে প্রতিদিন জবাকুসুমের লাল আলো
তোমার কান্নায় ভরে আমার জটিল বনবাস।

৩০

কতো অল্পে খুশী হতে। তবু খুশী করতেই পারিনি।
সংসারী না সন্ন্যাসী না বাউণ্ডুলে ভবঘুরে কবি
কোথাও ব্যর্থতা ছাড়া কিছু নেই। তবু ভালো লাগে
অঝোর বৃষ্টির দিনে ছুঁয়ে থাকতে ঘুমের ভিতরে
অঝোর বৃষ্টির দিনে জেগে থাকতে ঘুমের ভিতরে
কিছুই বুঝতে না শুধু ভালো থাকা ছাড়া যে আমার!
তাও তো বলিনি, ও মা, এই অন্ধকারে আজ জটিল সন্ন্যাস
ক্ষত ও বিক্ষত দেখ, দেখ সেই নিষ্পাপ বালক
তোমার শরীর চায় তোমার শরীর চায় তোমার প্রতিমা

৩১

আজ এসবের কোন মানে নেই। তবু যেন ঘাসের শিশির
ফোঁটা ফোঁটা জ'মে থাকে ভোরবেলা রাতের কান্নার
যদি কারো চোখে পড়ে, মনে পড়ে, মায়ের বেদনা
যদি কোনো মার বুকে স্নেহসুধা ঝ'রে প'ড়ে যায়।
তাই শিশিরের মতো এই স্তব, স্তবক, মা, হাসো!
আর সব ঝ'রে পড়ে টলোমলো মাটিতে মাটিতে!

৩২

আমাকে ঘুমন্ত রেখে দুঃখের রাত্রিকে দুটি হাতে
পার ক'রে এনে দিতে আলোকিত সুন্দর সকাল।
এখনও স্বপ্নের মধ্যে চেয়ে থাকো স্নেহ ছলোছলো
পরিত্রাণপরায়ণী আজ স্পর্শাতীত দুটি হাতে
প্রতিহত করো ভয় ঘুমন্ত সত্তাকে তুলে ধরো
নিজে সব শুষে নিয়ে অপমান অপঘাত ভুল
সকাল বেলার বিষ দুপুর বেলার বিষ বিকেলের বিষ
আমি যে বাসিনা ভালো তার ছায়া ও মুখে পড়ে না।

৩৩

আমি সেই মূঢ় যার মাথায় ঢোকে না তত্ত্ববীজ
নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তাই ওই আঁচলের খুঁট
চেপে ধরি আজও মাগো, ভয়াবহ ভিড়ে কোলাহলে
সভয়ে তাকাই মুখে, তোমার চোখের মতো কোনো
সরলতা নেই আজ কোনোখানে—আমার বিশ্রাম
আমি সেই পৌত্তলিক রূপমুগ্ধ ব্যাকুল বালক
পদ্মের আনন তোর তুলে ধরি গন্ধে রোমাঞ্চিত
অকারণ মা মা করে ভেসে যাই ব্যাকুল সলিলে
প'ড়ে থাকে তীরে তীরে পৃথিবীর ধাতব পাথর

নদীতে পাহাড়ে বনে সমুদ্রে আলস্য দেখে নেবো
সবুজ সোনালী ধানে ধানে স্বপ্নে শস্যে দেখে নেবো
দৃষ্টিতে হাওয়ায় ভিজে হেঁটে যেতে যেতে দেখা অলৌকিক স্নান
তুমি কোনোমতে আর ফাঁকি দিতে আমাকে পারবেনা

৮৯. কাশের জঙ্গল থেকে শাদা মেঘ উড়ে এসে বসে
তোমাকে আড়াল করতে, আমি দুঃখ পেলে ভেঙে যায়
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ভাসে স্বপ্নের শস্য ও শেফালিকা—
এসবই বানানো, তবু যদি পড়ো তুমি যদি পড়ো

নিষিদ্ধ সেতুতে শাদা বরফ জমেছে সারারাত
প্রাচীন পাইন পাতা বেয়ে গলে সকালের আলো
তোমাকে ঘুমোতে দিতে তারাদের সমস্ত জানালা
বন্ধ ক'রে হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়েছে পদাবলী

৯০. তোমাকে যে বলতে চাই অন্ধকারে লণ্ঠন নিভিয়ে
জ্যোৎস্নার মায়াবী স্পর্শ যখন শরীর থেকে ছেনে
বিছানায় রেখে যাবে যখন শরীর থেকে হাওয়া
সিক্ত পিপাসার গন্ধে ভ'রে দেবে আগুনের ফুল

তোমাকে যে বলতে চাই অন্ধকারে লণ্ঠন নিভিয়ে
ভুল নয়, ভুল নয় ভুল নয় ঃ তুমি এলোচুল
খুলে দেবে চরাচরে দমবন্ধ আমি ফেটে যাই
ভোরের আকাশময় গাঢ় লাল ধীরে ধীরে শাদা

৯১. কোনো শব্দে বাজেনা যে যেভাবে বাজাতে চাই তুমি
সহস্র শ্লোকে ও স্তোকে বলা হয়না সে কথা তোমাকে
পারেনি তরুণ কবি পারেনি পুরুষবন্ধু তোমার প্রেমিক
আমি পারব? ঝর্ণাজল, আমি পারব এত শুষে নিতে?

তাহলে চুম্বন দাও সন্দংশ আঙ্গর চুম্বিতক
পরিঘৃষ্টকের ভাষা পার্শ্বতো দষ্টের সুর দাও
নিমিতকে স্ফুরিতকে রাগান্ধ উন্মাদ করো আমি
ফেটে অগ্নিলাভা হই তোমার ধমনীতন্ত্র ছিঁড়ে

৯২. আশ্চর্য! বোঝোনা তুমি, নাকি বোঝো? কি জানি কেন যে
রহস্যে আবৃত করো আমার সহজ পথরেখা
প্রতিটি বেদনামুগ্ধ শব্দ দাও হাতে তুলে নিজে
তবু বলো, কে লেখায়, কাকে আরো ভালবাসলে কবি?

কাকে আমি ভালবাসব যে আমাকে বহু দূরে ডাকে?
যে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে যায় তুষার কিরীটে?
যে আমাকে স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে যেতে যেতে বলে, এসো
জন্ম মৃত্যু পার হয়ে আনন্দবেদনা সুখ দুঃখ ভেঙে এসো?

৯৩. তোমাকে উদ্দেশ্য করে ভাসাই পাতার ভেলা জলে
আমি জানি পৌঁছে দেবে একদিন গন্ধেশ্বরী নদী
তুমি তো আমার ভাষা বোঝো, জানি ভালবাসো, শুধু
মুগ্ধতার ছলে লেখো ঃ কাকে তুমি ভালবাসলে কবি?

তোমার উদ্দেশে ঝরে শীত ঝরে বসন্ত আমার
কোনোদিন এলে পায়ে পথে বাজবে নূপুরের মতো
আমি তো চিনিনা হয়তো আমাকেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা
ক'রে ডাকবে ঃ রবি গঙ্গোপাধ্যায় কোথায়?

৯৪. সত্যি কি লজ্জায় যাইনি? তাছাড়া কি। তুমি ঠিক বোঝো
আমার সমস্ত পাশ ছিঁড়ে ফেলো মুক্তসংস্কার করো সখি,
আমি যাব, আমি যাব, যাব বলে নিয়েছি সন্ন্যাস
ফেলেছি গার্হস্থ্য লতাতন্তুজাল কবে দূর সুদূর অতীতে

সম্মুখে দাঁড়াতে লজ্জা কেন বলো দেখি? যদি তুমি
লোভী বলো; রক্তে স্নায়ুশিরায় মুখের মধ্যে লোভ
তোমাকে লুকোনো যায়? তাই ভয় তাই শঙ্কা দ্বিধা
ওই দুটি হাতে নিজে খুলে দাও আমার সমস্ত গূঢ় পাশ

৯৫. 'তুমি প্রত্যেকের দিকে ছুঁড়ে দাও সোনার মোহর'
শুনে এত রাগ! আছে তোমার কলস ভর্তি, জানি
আমি পাব সব, তবু ওদের লিখোনা তুমি আর
ওদের বোলোনা তুমি যেয়ো নাকো ওইসব যুবকের সাথে

৩৬

বিমুগ্ধ বিশ্বাসে একা ব'সে আছি অন্ধ নদীতীরে।
যেখানেই চ'লে যাও ফেলে রেখে এভাবে আমাকে
দেখা হবে, দেখা হবে একদিন দেখা হবে মা গো।
ততদিন জল ঝড় ততদিন শীত গ্রীষ্ম খরা
কেবল তাকিয়ে থাকা হৃদয়ের গভীর ভিতরে।
দেখা হ'লে চিনে নিও আমার সন্ন্যাস ছিঁড়ে খুঁড়ে
দেখা হ'লে চিনে নিও এই হাতে পরানো মাদুলি
দেখা হ'লে স্তন্যধারা এসে পড়বে এই ওষ্ঠাধরে
দেখা হ'লে দেখা হ'লে একদিন দেখা হ'লে ও মা।

৩৭

কোনোদিন ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখিনি কতখানি
অনির্বচনীয়তায় আনন্দ-মাখানো ও আনন
ফুটে থাকতো টলোমলো পদ্মের মতন কালো জলে।
আজ মন কেমনের এলোমেলো হাওয়া ব'লে যায়
সে নেই সে নেই। ধূ ধূ শাদা পথ চিতার আগুন
ব্যাকুল বিকেলবেলা ব'লে যায়, সে নেই সে নেই।
আমি অসহায় ছুটি সকলের পিছনে পিছনে
অন্ধকার জন্ম থেকে অন্ধতম মৃত্যুর গুহায়।
তুমি কি এসব দেখে কোথাও আড়াল থেকে হাসো?

৩৮

আমার সাকার ঘর। পৌত্তলিক। তাই সারা ঘর
খুঁজে ফিরি। না কোথাও নেই। গাছে গাছে
শুধোই। পথের ফুল কাঁটালতা ডালে বসা পাখি
পারে না কিছুই বলতে। দিনগুলি ফেটে যায় রাতে
রাতগুলি তোমাতে মা। ভেসে যায় অন্ধ মেঘভার
আমার ঘুমের দেশে দীর্ঘ জাগরণের উদ্দেশে।
সব পথ পথরেখা পথের পাথর জন্মবীজ
ঝড়ের রাতের মুখ দিকহীন দিগন্তবিহীন শুধু না।
সসাগরা ধরিত্রীর মায়াজাল অন্ধকার ছিঁড়ে
ব্যথিত বিদ্যুৎ জ্বালি। না কোথাও নেই। কোনোখানে
ওষধিতে বনস্পতিতে। ও মা, আমার সাকার ঘর। তাই
তোমার শেকড় ছেঁড়া এ সত্তার হাহাকারে এমন প্রলয়।

৩৯

সকালের রোদ এসে বহুক্ষণ অপেক্ষার পর
ছায়া রেখে চ'লে যায়। স্নানের সময়
ধীরে ধীরে গ'লে যায়। হাওয়ায় হাওয়ায়
দুলে ওঠে জপমালা। স্থির হয়। শাদা সব থান
কেমন গম্ভীর। সন্ধ্যা নেমে আসে হাতে নিয়ে রাত
রাতের সমস্ত তারা। বিন্দু বিন্দু ফোঁটা ফোঁটা জল
ঘাসের বুকের কাছে জমা হয়। পা ফেলে পা ফেলে
আমার মায়ের কাছে আমার মায়ের কাছে থামে!
কেবল অর্গল ভেঙে ছুটে যায় শূন্যতা আমার
পাগলের মতো একা, মাকে পেতে, কোথাও থামে না।

৪০

মা, এখন মধ্যরাত। সবাই ঘুমিয়ে। আমি একা
কেবল তোমার জন্যে লিখে রাখছি আমার পাগলামি।
তোমাকে লিখিনি কিছু। কোনোদিন। তুমি যে বিষয়
নও—, তা তো জানি। বস্তু। কিন্তু দেখ, আমার লোকসান
পাহাড়ের মতো। তবু মা, তোমাকে লিখে যেতে চাই
আমার ব্যর্থতা পাপ মনস্তাপ অন্বেষণ ভুল
আকাশ উপচানো শূন্য ছুঁয়ে থাকা জটিল সময়।
কখনো জানতে না পড়তে। আজ পারবে। একমাত্র তুমি
এই মুহূর্তের স্থির সত্য উপলব্ধি করবে। চোখে কাঁপবে জল!

আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, তুমি ভাবছো তোমার কবিকে
উদাসীন দুটি চোখে সজলতা ছায়া আর মায়া
হাওয়ায় সুগন্ধ দিয়ে মনে মনে ভাসাচ্ছো গোপনে
আমি যে তোমার স্পর্শ পাচ্ছি সখি, উন্মুখ হৃদয়ে

১১৭. পাগলের মতো বকছি কতো যে রয়েছে কথা বুকে
আর কি দু'হাতে চেপে রাখা যায় ফেটে গেছে শাখা
ফুলে ফুলে যেন গন্ধব্যাকুল কুঁড়িতে হাহাকারে
সবাই অবাক ঃ আমি প্রমত্ত, মার্জনা করো তুমি

কাউকে বোলোনা, শুধু একান্ত তোমার কথা সব
সমস্ত তোমার কথা প্রতিটি চন্দনবর্ণমালা
প্রসন্ন ব্যাকুল শুভ্র পারিজাত সাক্ষী এই কোজাগরী রাত
আমার অশ্রুর ফোঁটা ভালবাসা তোমার কবির

১১৮. এই লেখাগুলি আর ছাপাবো না, শোনাবো তোমাকে
কখনও, না হলে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাঁসাইয়ের জলে
দু'হাতে ভাসিয়ে দেব ওড়াব ঝড়ের মুখে কোনো
তুমি ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না নির্বোধ অসাড় কোলাহলে

এগুলি আমার ধ্যান জপমন্ত্র অন্বেষণ তুমি
ব্যর্থতা ও সফলতা মাড়ানো ঔদাস্য ছলোছলো
অধিকারহীন হাতে তুলে আর দেবোনা কখনো
কখনো এমন ক'রে এই ভালবাসা আর পথে ছড়াবো না

১১৯. ঘুম ভেঙে যেতে দেখি কেউ নেই কিছু নেই শুধু
স্বপ্নের সুগন্ধ আছে সারা ঘরে ভোরের আকাশে
অনুক্ত সংলাপগুলি ঘাসে ঘাসে মুক্তোর মতন
তুমি কেন চলে গেলে রেখে এই ব্যথিত সকাল

আমি আজ উঠবোনা আবার ঘুমোব যদি তুমি
ছুটি নিয়ে চলে আসো স্বপ্নে এসে বলো সেই কথা
কবি আমি ভালবাসি এনেছি কলসভর্তি সুধা
দেখ দেখ ঃ স্বপ্নে আজ সারাদিন তোমাকে ছাড়বো না

১২০. চঞ্চল কিশোরী তুমি জানোনা এ পৃথিবীর কিছু
পদ্মের পাতায় আঁকছ যত্নে তাই স্বপ্ন আলপনা
অথবা জেনেছো সত্য তাই এই উদাসীন খেলা
দরিদ্র কবিকে ডেকে অভিষিক্ত করো নিজে হাতে

আমার সে শক্তি কই আমি চর্ম শিরস্ত্রাণহীন
সসাগরা সাম্রাজ্যের যত ভার কি করে যে নেবো
রাজস্ব আদায় যুদ্ধ সাম্রাজ্য-বিস্তার শান্তি কূটনীতি জয়
তুমি হাত ধ'রে থাকলে নির্ভয়ে নাচাবো সব ছায়া

১২১. আজ সারাদিন খুব ভিড় খুব কোলাহলময়
তবুও এসেছো আমি কথা বলতে পাইনি সময়
জানিনা করেছো কিনা রাগ মিতা, তুমি কতখানি
অভিমানী জানিনা তো, ভালবাসো এইটুকু জানি

এখন ঘড়িতে দশটা মফস্বল শীতের শহর
পাশ ফিরে শুলো হয়তো, পেঁচা ডাকলে পর
নির্জন জ্যোৎস্নায় ভাসো রূপকথার শুক্লামেঘ তুমি
আমার আকাশে ঃ ভাসে কোজাগর এ অরণ্য ভূমি

১২২. তোমাকে যে ভালবাসি কি ক'রে একথা পেল টের
সকালবেলায় শিউলি বিকেলবেলার গন্ধরাজ?
শুক্লাপ্রতিপদ এই কার্তিকের ব্যথিত পাতারা?
তুমি কি সমস্ত কথা বলে দাও তোমার আমার!

তুমি ভালবাসো কাকে সে কথা তো কোনোমতে নদী
বলেনি আকাশও নত নীরবতা ছাড়া আর কিছু
জানালোনা কোনোদিন তোমার চিঠির বর্ণমালা
তুমি কি নিজের কথা ছাড়া সব তারায় ছড়াও!

১২৩. তোমার ছবির জন্যে রাত্রি আজ মাতাল জানো তো
তোমার ছবির জন্যে কী উন্মাদ হয়েছে যে হাওয়া
তোমার ছবির জন্যে আমার শব্দেরা পর্যাকুল
শুধু আমি স্তব্ধচোখ দুপুরের ডাকের আশায়

৪৪

এই যে চলেছি আজ অভিরুচিহীন পথে পথে
অপরিচয়ের ভিড় কোলাহল পরিণাম নেই
রোদে পুড়ি জলে ভিজি হাওয়ায় হাজার টুকরো হই
এ কেবল অভিমান। কারো কাছে নয়। মুখোমুখি
মা তোমার হতে ভয় করে নাকি? কেন ভয়? আজ
তুমিই ভেঙেছ ঘট আর শুধু ঘন নীল গড়ায় কেবল
ঢেকে দিতে চরাচর মুছে দিতে স্মৃতির আকাশ
হাত নেই ব'লে আজ এরকম? মা, আমার দু'চোখের জল
যদি না কিছুতে থামে? যদি না কখনো থামে আর?

৪৫

এখন আমার আরও দেরি হয়। ছুটি হলে চলে যাই দূরে
মানুষের দেশ থেকে। গিয়ে খুলি মুখোশের মালা
লাল শাদা গাঢ় নীল সবুজ হলুদ আর খয়েরি পাতারা
আমাকে চঞ্চল ক'রে ঢেকে ফেলে, হাওয়া বলে, পালাবে কোথায়?
ঝলকে ঝলকে ঢালে রোদের কলস থেকে আলোর মাধুরী
আমার স্নানের জন্যে আমার পানের জন্যে সুগন্ধি শীতল
ব্যাকুল ছায়ার হাতে টলোমলো নভোমুখী বিকেলের ফেনা
গভীর ভিতরে নদী। নিজস্ব নির্জন নৌকো। দু'পাড়ে পাথর
মর্মর। রহস্যপ্রিয় পাখি। গূঢ় নির্বন্ধ। বিষাদ।
দেরি হয়। ইঁট আর কাঠের বাড়ি কি জানে উদ্বেগের মানে?
মা, তুমি সমস্ত কড়ি নিয়ে গেছ, ফেলে রেখে শুধু স্নেহজাল।

মায়ের জন্যে আজ সারাদিন সমর্পিত
ঘুরব ফিরব হাত ধ'রে মা'র সকাল থেকে
মেলায় ভিড়ে নির্জনে নিঃসঙ্গ মাকে
দেখতে দেখতে সমস্ত দিন
স্তব্ধ সুদূর নদীর প্রান্তে
দেখব উদাস বাতাস মায়ের আঁচল উড়ছে
চোখের জলের ফোঁটায় ফোঁটায় ফুটছে তারা
নিঃশ্বাসে সুগন্ধ চোখে ঝরছে ব্যাকুল
মন কেমনের বিকেল বেলা
আজ সারারাত
খুঁজব আকাশ নিংড়ে কোথায়
মায়ের স্বপ্ন
মায়ের ছোট্ট ফুলের মতন লুপ্ত ইচ্ছে
দুঃখে পাথর হৃদয় আড়াল মান অভিমান
ব্যথায় মোড়া বিবর্ণ নীল সব অপমান
নিঃস্ব নীরব এক বালিকার ধূসর বেলা
হারিয়ে যাওয়া হাহাকারের
কয়েক টুকরো
মুগ্ধ বাউল আজ সারা পথ পাগল ক'রে
দু'হাত তুলে ছুটব অধীর অন্বেষণে
এই বনপথ ওই ছায়াপথ ছড়িয়ে দিয়ে
হাজার বুকে সমস্ত মা'র রক্তমুখী সিক্ত স্মৃতি
আজ এ জীবন
কেবলমাত্র মায়ের জন্য।

৪৭

মায়ের জন্যে আজ সারাদিন সমর্পিত
ঘুরব ফিরব হাত ধ'রে মা'র সকাল থেকে
মেলায় ভিড়ে নির্জনে নিঃসঙ্গ মাকে
দেখতে দেখতে সমস্ত দিন
স্তব্ধ সুদূর নদীর প্রান্তে
দেখব উদাস বাতাস মায়ের আঁচল উড়ছে
চোখের জলের ফোঁটায় ফোঁটায় ফুটছে তারা
নিঃশ্বাসে সুগন্ধ চোখে ঝরছে ব্যাকুল
মন কেমনের বিকেল বেলা
আজ সারারাত
খুঁজব আকাশ নিংড়ে কোথায়
মায়ের স্বপ্ন
মায়ের ছোট্ট ফুলের মতন লুপ্ত ইচ্ছে
দুঃখে পাথর হৃদয় আড়াল মান অভিমান
ব্যথায় মোড়া বিবর্ণ নীল সব অপমান
নিঃস্ব নীরব এক বালিকার ধূসর বেলা
হারিয়ে যাওয়া হাহাকারের
কয়েক টুকরো
মুগ্ধ বাউল আজ সারা পথ পাগল ক'রে
দু'হাত তুলে ছুটব অধীর অন্বেষণে
এই বনপথ ওই ছায়াপথ ছড়িয়ে দিয়ে
হাজার বুকে সমস্ত মা'র রক্তমুখী সিক্ত স্মৃতি
আজ এ জীবন
কেবলমাত্র মায়ের জন্য।

৪৮

দেখ কী এনেছি মা, তোমাকে দেব ব'লে
যত বলি তুমি তত চেয়ে দেখ মুখ
মা, আমি তোমাকে কোনোদিন কোনো ছলে
ভোলাতে পারিনি। পিপাসিত উৎসুক

দুটি চোখে ছিল সীমাহীন ব্যাকুলতা
অপেক্ষা-নীল-সমুদ্র অন্তরে
মুখে অম্লান বিশ্বাসপ্রবণতা
দিশেহারা এই মাটির ছোট্ট ঘরে।

মা, দেখ, মা দেখ, কোটি কোটি অপরাধে
নষ্ট তোমার সত্তা আমার দেহ
ত্রুটির পাহাড় সরাবে কে অবাধে
স্নেহের মূর্ত বিগ্রহ, তুমি স্নেহ

ভেসে যায় পাপ পুণ্য ও হাহাকার
জন্ম মৃত্যু ভুল ভয় সব ঋণ
মা, তোমার কোলে ফিরে আসি বারবার
বিশুদ্ধ হতে বিমুক্ত হতে দিন।

৪৯

মা, আমি অনেকদিন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখিনি
ঘুম ভেঙে সেই মুখ—আমার সকাল
বাড়ি ফিরে সেই মুখ—আমার বিকেল
ঘুমোতে যাবার আগে সেই মুখ সুপ্ত নিশীথিনী
তোমার ঘরের দরজা বন্ধ থাকে দিগন্ত অবধি
তোমার ঘরের জানলা বন্ধ থাকে আকাশ অবধি
মা, আমি অনেকদিন স্নানহীন, আহ্নিক করিনি
কোথায় পায়ের পাতা করতল প্রসন্ন চিবুক?
কোথায় চোখের সেই পিপাসার সজল আকাশ?
মা, আমি অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।
মা, আমি কি কোনোদিন তোমাকে দেখিনি?

৫০

মেঘ ডাকলে ভয় করতো, মা, তোমাকে জড়িয়ে ধরতাম
ঝড় উঠলে ভয় করতো, মা, তোমাকে জড়িয়ে ধরতাম
এমনকি পাঠশালা যেতে মাকে ডাকতো জটিল বালক।
যেখানেই গেছি মা'র হাত ধ'রে মা'র পিছু পিছু।
আজও মেঘ ডেকে ওঠে ঝড় ওঠে আজও স্কুলে যাই
এখানে ওখানে ঘুরি একা একা ব্যাকুল সভয়
মায়ের আঁচল আজ নিরঞ্জন নীলাকাশময়।

৫১

তোমার শরীর থেকে এমন আগুন, এত ছাই
কোনোদিন দেখিনি তো ঝ'রে যেতে! প্রতিদিন তাই
কৃষ্ণা দশমীর রাত নেমে আসে। স্থির দুর্গাহিড়
লেলিহান শিখায় শিখায়। করে ভিড়
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ রোজ
কেবল একাকী আমি। কিছুতেই হয় না সহজ
আর আমার ফিরে আসা ফিরে চলে যাওয়া।
এখন কোথায় করো স্নান, মা গো, করো খাওয়া দাওয়া
কোথায় ঘুমোও জাগো চেয়ে থাকো একা
শুয়ে থাকো হেঁটে যাও ধ'রে ধ'রে কোন পথরেখা?
মা, আমি এসেছি দেখ বিশ্বাসনির্ভর
খুঁজে পেতে সেই দেশ সে ঠিকানা তোমার সে ঘর।
তুমি জানো ও নদী, ও জলস্রোত, ও নীরব বন
রাতের পথের তরু, কাঁটালতা, মা আছে কেমন?
মা, আমি দাঁড়িয়ে আছি দিনে আর রাতে
তোমাকে জড়িয়ে ধরতে সেরকম বালকের হাতে।

৫২

যতোবার লিখি আজ চেপে ধ'রে হাত
ব্যথিত বিষণ্ণ দিন। যতোবার যাই
তোমার ঘরের মধ্যে গভীর শূন্যতা।
আমাকে আচ্ছন্ন করে। মা, তুমি এভাবে
ভালবাসলে? রেখে গেলে সব।
আমি যে দিয়েছি কষ্ট একা ফেলে রেখে
আজ তার মর্ম বুঝি। আজ সব বুঝি।

৫৩

চলো আজ গিয়ে বসি একবার নদীটির তীরে
মা, তোমার গানে গানে বৃষ্টিরেখা ঢেকে দিক সব
তোমার পায়ের চিহ্নে ফুটুক পদ্মের কোমলতা
আমরা পেরিয়ে যাই পৃথিবীর ঘুমন্ত সংসার
আমরা পেরোই পৃথিবীর শিরা উপশিরা জল
আমরা পেরোই নীল নিথর চোখের মণি যেন অবিকল
মৃত্যু। চলো মা, আমার হাত ধরো আজ
ইন্দ্রিয়বিহীন তুমি, তবু সেই দুটি শাদা হাত
দিয়ে ধরো পৃথিবীর ব্যবধানহীন এ প্রপাত।

৫৪

তোমার শরীর নেই প'ড়ে আছে সরলতা আজ
প'ড়ে আছে স্নেহ মুগ্ধ-বিশ্বাস এখানে
পবিত্রতা ঘিরে আছে আমাদের আজও
তোমার চোখের জল ঘাসে ঘাসে ভোরের শিশির।
তোমার চেয়ার কাপ গ্লাস জপমালা
চোখের পুরনো চশমা বিছানা বালিশ
তকতকে ঘরের মেঝে দেওয়ালের ছবি
ভ'রে আছে স্মৃতিনীল অন্ধকার আনত আকাশ।

৫৫

বিরক্ত করোনা, আমি মার সঙ্গে কথা বলছি, যাও
মা আমাকে গল্প বলছে রূপকথার অরূপকথার
দুঃখে আমি দিশাহারা, তোমরা যাও, শোনো
আমার ও মায়ের মধ্যে এসময় এসো না কখনো
দিয়োনা কখনো ভেঙে এই ধ্যান ধাতবচিৎকারে
এসব মুহূর্ত বড় অলৌকিক অহৈতুক কৃপা।

৫৬

তোমার পথের রেখা মেঘে ঢাকা কী ক'রে পৌঁছোবো?
মা, তোমার নামমাত্র সম্বল চলেছি, বেলা যায়
সপ্তর্ষিসীমায় কাঁপে মৌন মেঘ বিষণ্ণ মন্থর
প্রতিটি ক্ষতের মুখে জ্ব'লে ওঠে বিন্দু বিন্দু ভুল
সামান্য জীবন কাঁপে করজোড়ে কুণ্ঠিত প্রার্থনা
ভুলুণ্ঠিত ছায়াপথ; মা, তোমাকে পাবো না আবার?

৫৭

এখন সমস্ত ঝাপসা, ভেঙে চুরে যায় ওই মুখ
আমার ধ্যানের মূর্তি। যম নেই নিয়ম জানি না
আসন ও প্রাণায়াম প্রত্যাহার দূর পরাহত
কী ক'রে ধারণা হবে! পুরনো অভ্যাসে মুদ্রাদোষে
দিনগত পাপক্ষয় কেবলই বাঁচার সন্ধি আজ
কে আর এ অবেলায় মনে রাখবে তোমাকে জননী।
কে আর পাগল, বলো, চেয়ে থাকবে ব্যথাহত রোজ
কে আর তোমার সঙ্গে রাগ করবে তীব্র অভিমানে
দুরন্ত শিশুর মতো মাতৃহীন বালকের মতো
কে কাঁদবে ফুঁপিয়ে ঠিক বাড়ি ফিরে একাকী সন্ধ্যায়
না এসে পারবে না তুমি মুছে দিতে দু'চোখের জল
কে এই বিশ্বাসে মাগো, ব'সে থাকবে অন্ধনদীতীরে!

৫৮

ধীরে ধীরে ভুলে যাব? ধীরে ধীরে সময়ের ধুলো
ঢেকে দেবে সব স্মৃতি? ঝাপসা হয়ে যাবে সব রেখা?
আজন্মের ওতপ্রোত স্নেহশিকড়েরা ছিঁড়ে যাবে?
দেওয়ালে বিবর্ণ হবে রঙ রেখা অনিমেষ চোখ?
ছবির চোখের জল জলের ছবির চোখ দুটি
একাকার হ'য়ে শুধু চেয়ে থাকবে, মা, আমার দিকে
যতোক্ষণ আমি থাকব, স্মৃতিচিহ্ন, এই পৃথিবীতে।

৫৯

চুপ ক'রে আছে সব স্থির হয়ে আছে সব কিছু
শুধু এ অবোধ হিয়া আজ দেখি হাহাকার করে
সকলেই বোঝে শুধু বোঝেনা যে হৃদয় কেবল
পথে পথে ঘোরে এক দরজা থেকে আর এক দরজায়
এক প্রান্তরের শেষে আর এক প্রান্তরে দূরে দূরে
আজ তার হাহাকার আজ তার ভাসানো হৃদয়
নিরভিমানের নীলে বেজে ওঠে অঝোর বৃষ্টিতে

৬০

মায়ের মৃত্যুর দৃশ্য সাধারণ। অতি সাধারণ। আমি তাকে
বর্ণনা করব না। শুধু অনিঃশেষ রাজকীয় চিতা
পুরাণ-প্রবাদ-তুল্য। অসামান্য উজ্জ্বল শ্মশান।
বিশাল রথের চাকা। অতীন্দ্রিয় কয়েকটি দেবতা।
আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ। মাকে হাতে ধরে
আমার পিতার নীল কৈশোর, মা কিশোরী চঞ্চল
কেমন ভ্রূক্ষেপহীন চলেছেন ফেলে রেখে এক
অনাথ আতুর তীব্র অকৃতার্থ অন্ধ হাহাকার।

৬১

তোমার নিজস্ব কৌটো তাতে গুটিকয় মাত্র কড়ি
জপের মালার টুকরো দুমড়ানো পুরীর ছোট পট
পুরনো তামার পয়সা সমুদ্রের ফেনা ভাঙা চাবি
ফেলে আসা সংসারের, অবলুপ্ত প্রাচীন ভিটের
অতি ব্যক্তিগত তাপে তোমার সংগ্রহশালা স্থির
স্নেহার্ত দৃষ্টিতে নীল স্নেহার্ত সংরাগে দুটি চোখে
মা, দেখ, গোপন অশ্রু মাটিতে অক্লেশে ঝ'রে যায়
তুমি থাকলে তুলে রাখতে অক্লেশে কৌটোতে দুটি হাতে।

৬২

মা, আসি। মা, আসি। ব'লে ভুল করি যাবার সময়
ফেরার সময় গিয়ে সোজা ঢুকে পড়ি ফাঁকা ঘরে
দেওয়ালে লুটিয়ে থাকা গৌরাঙ্গের নিথর ছবিটি
যেন এই মুখে চায়; উদ্দাম বাতাস জানালাতে
বাগানে নীরব নতমুখী, মা, তোমার তরুলতাগুলি
তোমার কতো যে চেনা চঞ্চল পাখিটি একা চুপ
ব্যথিত পথের ধুলো সন্ধ্যার সজল ক'টি তারা
মা, যাই, যাই মা, ব'লে ভুল ক'রে আমি দ্রুত ছুটি
কোথায়, জানি না, শুধু পথ আটকে কাঁপে জীর্ণ পাতা।

৬৩

যদি ন'ড়ে উঠে পাতা যদি ঝরে একফোঁটা জল
যদি ছায়া পড়ে জলে যদি তীব্র ও শাদা আঁচল
বাতাসে সহসা ভাসে যদি সেই নিঃশ্বাসের মতো
সুগন্ধে ব্যাকুল সন্ধ্যা সাঙ্গ করে ব্রত
জীবনের বেদনার মন্থর মৃণ্ময় প্রতিমাতে
যদি জেগে ওঠে প্রাণ। মা, বলো কী তাতে
তোমার আমার আজ? তুমি হাসো কিশোরী জননী
আমি কাঁদি; ভেসে যায় তার শব্দ তারই প্রতিধ্বনি।

৬৪

এবার তোমার কাছে ব'সে থাকব মা, আমি নির্ভার
এবার তোমার মুখে চেয়ে দেখব আমারই আত্মার
নিজেকেই চিনে নিতে, তুমি উঠবে ছলোছলো হেসে
তোমার সুগন্ধি স্পর্শে তোমারই বেদনা যাবে ভেসে
কথা বলবো কতো কী যে, মা, তোমার ছেলেবেলা থেকে
আজন্ম সামান্য কথা সুদূর পথের প্রান্তে রেখে
মৌনতায় ঢেকে দেবে করুণানিবিড় কণ্ঠস্বর
মা, আমি যাব না আর পথে ফেলে তোমার এ ঘর—

আর তা হয় না—বলে শোকতপ্ত অন্ধকার ঢাকে
ব্যাকুল হৃদয় ভাঙে চরাচরে খুঁজে নিতে মাকে।

৬৫

স্তব্ধ অন্ধকার যেন দুলে ওঠে : পার করো আমারে।
কে আর এপারে আজ বলে ওই প্রবাদ-প্রতিম
ক'টি কথা। জীবনের সব দেনা শোধ ক'রে গেছ
পারের সমস্ত কড়ি জীর্ণ ম্লান কৌটোয় গোপনে
রেখেছিলে—, আজ শূন্য, এলোমেলো হাওয়া
সহসা সহসা এসে নিঃশ্বাসের মতো
ভয় দেখায়, কে যে গায় : পার করো আমারে।

৬৬

বিশ্বাস-সম্বল আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি নদী তীরে
প্রার্থনা-সম্বল আমি ব'সে আছি দুঃখের শরীরে।
মা, আর তোমার কোনো হাত নেই? এ চোখের জল
মুছে দিতে প্রসারিত হবে না তোমার করতল?
মা, আর তোমার কোনো অভিমান নেই? আর আমাকে
শাসন করবে না? যতো দূরে যাই, ভয়াবহ বাঁকে?
আজ কি হাসিতে সব ভ'রে দেবে অনঘ অম্লান
আজ কি ক্ষমায় সব ঢেকে দেবে—যতো অপমান!
আজ কি নেবে না মাগো, আমার হাজার সব ত্রুটি
শুধু অন্তহীন নীলে শাদা মেঘে দেখাবে ভ্রুকুটি!

৬৭

মা, আমার জন্মদিন কবে এসে চ'লে গেছে জানো?
মা, তোমার জন্মদিন, তুমি আমি কেউই জানি না।
চলো যাই মৃত্যুদিন পেরিয়ে মা, জন্মের তোরণে
মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব—
আনন্দের মৃত্যুমন্ত্রে উচ্চকিত আচ্ছন্ন আকাশ
আমাদের জন্ম নেই মৃত্যু নেই যা কিছু প্রতীয়মান, সব
এষাস্য পরমা গতি : এষাস্য পরমা সম্পৎ
আমাদের সুখ দুঃখ আনন্দের বিধৃত বিশ্রাম।

৬৮

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। মা, তুমি এখন
সেই রকম ভোরবেলায় তুলে দাওনা কেন?
স্নান করতে দেরি হয়। মা, আর বলোনা
বাড়ি ফিরতে দেরি হলে শাসন করোনা—
মাঝে মাঝে মনে হয় পা ফেলে পা ফেলে
অত্যন্ত নিঃশব্দে তুমি দরজা খুলছো রাতে
আমার বিনিদ্র মুখে ছলো ছলো তাকিয়ে রয়েছো
সুগন্ধে সমস্ত ঘর ভ'রে ওঠে ভ'রে ওঠে বুক
আমার শোকের তাপে টলোমলো পদ্ম ফুটে ওঠে
চিত্তাকাশে দুলে ওঠে সহস্র সহস্র নীল তারা।

৬৯

কোনোদিন ভালো ক'রে ওই মুখে তাকিয়ে দেখিনি
কোনোদিন ভালো ক'রে দেখিনি কী লেখা আছে মুখে
কোনোদিন ভালো ক'রে বসিনি নিকটে ঘন হয়ে
কোনোদিন ভালো ক'রে ভেবেই দেখিনি, একদিন
তোমারও বালিকাবেলা ছিল খুব বিষণ্ণ একাকী
তোমারও রাতের জল মুছে দিত আনত আকাশ।

৫২

যতোবার লিখি আজ চেপে ধ'রে হাত
ব্যথিত বিষণ্ণ দিন। যতোবার যাই
তোমার ঘরের মধ্যে গভীর শূন্যতা।
আমাকে আচ্ছন্ন করে। মা, তুমি এভাবে
ভালবাসলে? রেখে গেলে সব।
আমি যে দিয়েছি কষ্ট একা ফেলে রেখে
আজ তার মর্ম বুঝি। আজ সব বুঝি।

৫৩

চলো আজ গিয়ে বসি একবার নদীটির তীরে
মা, তোমার গানে গানে বৃষ্টিরেখা ঢেকে দিক সব
তোমার পায়ের চিহ্নে ফুটুক পদ্মের কোমলতা
আমরা পেরিয়ে যাই পৃথিবীর ঘুমন্ত সংসার
আমরা পেরোই পৃথিবীর শিরা উপশিরা জল
আমরা পেরোই নীল নিথর চোখের মণি যেন অবিকল
মৃত্যু। চলো মা, আমার হাত ধরো আজ
ইন্দ্রিয়বিহীন তুমি, তবু সেই দুটি শাদা হাত
দিয়ে ধরো পৃথিবীর ব্যবধানহীন এ প্রপাত।

৫৪

তোমার শরীর নেই প'ড়ে আছে সরলতা আজ
প'ড়ে আছে স্নেহ মুগ্ধ-বিশ্বাস এখানে
পবিত্রতা ঘিরে আছে আমাদের আজও
তোমার চোখের জল ঘাসে ঘাসে ভোরের শিশির।
তোমার চেয়ার কাপ গ্লাস জপমালা
চোখের পুরনো চশমা বিছানা বালিশ
তকতকে ঘরের মেঝে দেওয়ালের ছবি
ভ'রে আছে স্মৃতিনীল অন্ধকার আনত আকাশ।

৫৫

বিরক্ত করোনা, আমি মার সঙ্গে কথা বলছি, যাও
মা আমাকে গল্প বলছে রূপকথার অরূপকথার
দুঃখে আমি দিশাহারা, তোমরা যাও, শোনো
আমার ও মায়ের মধ্যে এসময় এসো না কখনো
দিয়োনা কখনো ভেঙে এই ধ্যান ধাতবচিৎকারে
এসব মুহূর্ত বড় অলৌকিক অহৈতুক কৃপা।

৫৬

তোমার পথের রেখা মেঘে ঢাকা কী ক'রে পৌঁছোবো?
মা, তোমার নামমাত্র সম্বল চলেছি, বেলা যায়
সপ্তর্ষিসীমায় কাঁপে মৌন মেঘ বিষণ্ণ মন্থর
প্রতিটি ক্ষতের মুখে জ্ব'লে ওঠে বিন্দু বিন্দু ভুল
সামান্য জীবন কাঁপে করজোড়ে কুণ্ঠিত প্রার্থনা
ভুলুণ্ঠিত ছায়াপথ; মা, তোমাকে পাবো না আবার?

৫৭

এখন সমস্ত ঝাপসা, ভেঙে চুরে যায় ওই মুখ
আমার ধ্যানের মূর্তি। যম নেই নিয়ম জানি না
আসন ও প্রাণায়াম প্রত্যাহার দূর পরাহত
কী ক'রে ধারণা হবে! পুরনো অভ্যাসে মুদ্রাদোষে
দিনগত পাপক্ষয় কেবলই বাঁচার সন্ধি আজ
কে আর এ অবেলায় মনে রাখবে তোমাকে জননী।
কে আর পাগল, বলো, চেয়ে থাকবে ব্যথাহত রোজ
কে আর তোমার সঙ্গে রাগ করবে তীব্র অভিমানে
দুরন্ত শিশুর মতো মাতৃহীন বালকের মতো
কে কাঁদবে ফুঁপিয়ে ঠিক বাড়ি ফিরে একাকী সন্ধ্যায়
না এসে পারবে না তুমি মুছে দিতে দু'চোখের জল
কে এই বিশ্বাসে মাগো, ব'সে থাকবে অন্ধনদীতীরে!

৫৮

ধীরে ধীরে ভুলে যাব? ধীরে ধীরে সময়ের ধুলো
ঢেকে দেবে সব স্মৃতি? ঝাপসা হয়ে যাবে সব রেখা?
আজন্মের ওতপ্রোত স্নেহশিকড়েরা ছিঁড়ে যাবে?
দেওয়ালে বিবর্ণ হবে রঙ রেখা অনিমেষ চোখ?
ছবির চোখের জল জলের ছবির চোখ দুটি
একাকার হ'য়ে শুধু চেয়ে থাকবে, মা, আমার দিকে
যতোক্ষণ আমি থাকব, স্মৃতিচিহ্ন, এই পৃথিবীতে।

৫৯

চুপ ক'রে আছে সব স্থির হয়ে আছে সব কিছু
শুধু এ অবোধ হিয়া আজ দেখি হাহাকার করে
সকলেই বোঝে শুধু বোঝেনা যে হৃদয় কেবল
পথে পথে ঘোরে এক দরজা থেকে আর এক দরজায়
এক প্রান্তরের শেষে আর এক প্রান্তরে দূরে দূরে
আজ তার হাহাকার আজ তার ভাসানো হৃদয়
নিরভিমানের নীলে বেজে ওঠে অঝোর বৃষ্টিতে

৬০

মায়ের মৃত্যুর দৃশ্য সাধারণ। অতি সাধারণ। আমি তাকে
বর্ণনা করব না। শুধু অনিঃশেষ রাজকীয় চিতা
পুরাণ-প্রবাদ-তুল্য। অসামান্য উজ্জ্বল শ্মশান।
বিশাল রথের চাকা। অতীন্দ্রিয় কয়েকটি দেবতা।
আমার বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ। মাকে হাতে ধরে
আমার পিতার নীল কৈশোর, মা কিশোরী চঞ্চল
কেমন ভ্রূক্ষেপহীন চলেছেন ফেলে রেখে এক
অনাথ আতুর তীব্র অকৃতার্থ অন্ধ হাহাকার।

৬১

তোমার নিজস্ব কৌটো তাতে গুটিকয় মাত্র কড়ি
জপের মালার টুকরো দুমড়ানো পুরীর ছোট পট
পুরনো তামার পয়সা সমুদ্রের ফেনা ভাঙা চাবি
ফেলে আসা সংসারের, অবলুপ্ত প্রাচীন ভিটের
অতি ব্যক্তিগত তাপে তোমার সংগ্রহশালা স্থির
স্নেহার্ত দৃষ্টিতে নীল স্নেহার্ত সংরাগে দুটি চোখে
মা, দেখ, গোপন অশ্রু মাটিতে অক্লেশে ঝ'রে যায়
তুমি থাকলে তুলে রাখতে অক্লেশে কৌটোতে দুটি হাতে।

৬২

মা, আসি। মা, আসি। ব'লে ভুল করি যাবার সময়
ফেরার সময় গিয়ে সোজা ঢুকে পড়ি ফাঁকা ঘরে
দেওয়ালে লুটিয়ে থাকা গৌরাঙ্গের নিথর ছবিটি
যেন এই মুখে চায়; উদ্দাম বাতাস জানালাতে
বাগানে নীরব নতমুখী, মা, তোমার তরুলতাগুলি
তোমার কতো যে চেনা চঞ্চল পাখিটি একা চুপ
ব্যথিত পথের ধুলো সন্ধ্যার সজল ক'টি তারা
মা, যাই, যাই মা, ব'লে ভুল ক'রে আমি দ্রুত ছুটি
কোথায়, জানি না, শুধু পথ আটকে কাঁপে জীর্ণ পাতা।

৬৩

যদি ন'ড়ে উঠে পাতা যদি ঝরে একফোঁটা জল
যদি ছায়া পড়ে জলে যদি তীব্র ও শাদা আঁচল
বাতাসে সহসা ভাসে যদি সেই নিঃশ্বাসের মতো
সুগন্ধে ব্যাকুল সন্ধ্যা সাঙ্গ করে ব্রত
জীবনের বেদনার মন্থর মৃণ্ময় প্রতিমাতে
যদি জেগে ওঠে প্রাণ। মা, বলো কী তাতে
তোমার আমার আজ? তুমি হাসো কিশোরী জননী
আমি কাঁদি; ভেসে যায় তার শব্দ তারই প্রতিধ্বনি।

৬৪

এবার তোমার কাছে ব'সে থাকব মা, আমি নির্ভার
এবার তোমার মুখে চেয়ে দেখব আমারই আত্মার
নিজেকেই চিনে নিতে, তুমি উঠবে ছলোছলো হেসে
তোমার সুগন্ধি স্পর্শে তোমারই বেদনা যাবে ভেসে
কথা বলবো কতো কী যে, মা, তোমার ছেলেবেলা থেকে
আজন্ম সামান্য কথা সুদূর পথের প্রান্তে রেখে
মৌনতায় ঢেকে দেবে করুণানিবিড় কণ্ঠস্বর
মা, আমি যাব না আর পথে ফেলে তোমার এ ঘর—

আর তা হয় না—বলে শোকতপ্ত অন্ধকার ঢাকে
ব্যাকুল হৃদয় ভাঙে চরাচরে খুঁজে নিতে মাকে।

৬৫

স্তব্ধ অন্ধকার যেন দুলে ওঠে : পার করো আমারে।
কে আর এপারে আজ বলে ওই প্রবাদ-প্রতিম
ক'টি কথা। জীবনের সব দেনা শোধ ক'রে গেছ
পারের সমস্ত কড়ি জীর্ণ ম্লান কৌটোয় গোপনে
রেখেছিলে—, আজ শূন্য, এলোমেলো হাওয়া
সহসা সহসা এসে নিঃশ্বাসের মতো
ভয় দেখায়, কে যে গায় : পার করো আমারে।

৬৬

বিশ্বাস-সম্বল আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি নদী তীরে
প্রার্থনা-সম্বল আমি ব'সে আছি দুঃখের শরীরে।
মা, আর তোমার কোনো হাত নেই? এ চোখের জল
মুছে দিতে প্রসারিত হবে না তোমার করতল?
মা, আর তোমার কোনো অভিমান নেই? আর আমাকে
শাসন করবে না? যতো দূরে যাই, ভয়াবহ বাঁকে?
আজ কি হাসিতে সব ভ'রে দেবে অনঘ অম্লান
আজ কি ক্ষমায় সব ঢেকে দেবে—যতো অপমান!
আজ কি নেবে না মাগো, আমার হাজার সব ত্রুটি
শুধু অন্তহীন নীলে শাদা মেঘে দেখাবে ভ্রুকুটি!

৬৭

মা, আমার জন্মদিন কবে এসে চ'লে গেছে জানো?
মা, তোমার জন্মদিন, তুমি আমি কেউই জানি না।
চলো যাই মৃত্যুদিন পেরিয়ে মা, জন্মের তোরণে
মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব—
আনন্দের মৃত্যুমন্ত্রে উচ্চকিত আচ্ছন্ন আকাশ
আমাদের জন্ম নেই মৃত্যু নেই যা কিছু প্রতীয়মান, সব
এষাস্য পরমা গতি : এষাস্য পরমা সম্পৎ
আমাদের সুখ দুঃখ আনন্দের বিধৃত বিশ্রাম।

৬৮

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। মা, তুমি এখন
সেই রকম ভোরবেলায় তুলে দাওনা কেন?
স্নান করতে দেরি হয়। মা, আর বলোনা
বাড়ি ফিরতে দেরি হলে শাসন করোনা—
মাঝে মাঝে মনে হয় পা ফেলে পা ফেলে
অত্যন্ত নিঃশব্দে তুমি দরজা খুলছো রাতে
আমার বিনিদ্র মুখে ছলো ছলো তাকিয়ে রয়েছো
সুগন্ধে সমস্ত ঘর ভ'রে ওঠে ভ'রে ওঠে বুক
আমার শোকের তাপে টলোমলো পদ্ম ফুটে ওঠে
চিত্তাকাশে দুলে ওঠে সহস্র সহস্র নীল তারা।

৬৯

কোনোদিন ভালো ক'রে ওই মুখে তাকিয়ে দেখিনি
কোনোদিন ভালো ক'রে দেখিনি কী লেখা আছে মুখে
কোনোদিন ভালো ক'রে বসিনি নিকটে ঘন হয়ে
কোনোদিন ভালো ক'রে ভেবেই দেখিনি, একদিন
তোমারও বালিকাবেলা ছিল খুব বিষণ্ণ একাকী
তোমারও রাতের জল মুছে দিত আনত আকাশ।

৭০

আমার ঈশ্বর নেই ঈশ্বরীও, মাঝে মাঝে তুমি
অস্পষ্ট ধারণা দিয়ে নুন পান্তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলে
একাকী বালক দুঃখে সমস্ত প্রান্তরময় হেঁটে
ফিরে আসত সন্ধে বেলা। ঘুমোত না। তুমি
কিছুই দাওনি তাকে হাহাকারময় সত্তা ছাড়া
একটি বিষণ্ণ দুঃখী নদী ছাড়া ব্যাকুল জীবনে।

৭১

খেয়াল করিনি বহু বেলা হল দীর্ঘ হল ছায়া
মনেই পড়েনি তুমি চ'লে যাবে আমাকে এমন নিঃস্ব ক'রে
তাই আমার নেওয়া হয়নি কণামাত্র তোমার বিশ্বাস
তাই আমার ছোঁওয়া হয়নি কী সুন্দর শুভ্র সরলতা
পাতিনি অঞ্জলি তাই করজোড় করিনি প্রার্থনা
বুঝিনি আমার ধর্মাধর্ম সূক্ষ্ম পরমার্থ তোমার ভিতরে
জানিনি তুমিই স্বর্গ মোক্ষ মুক্তি সর্বস্ব আমার
উজান-গমনে উৎস প্রতিভাত পরিত্রাণপরায়ণী ও মা।

৭২

কুমাতা কদাপি নয়, তাই এই পাষণ্ডেরও মুখে
সস্নেহে তাকাতে! আর বৃষ্টি হতো কোথায় যে! তার
ঝঙ্কার এখনো ওঠে! ও মা, আমি ঘুমোতে পারি না
পাগলের মতো খুঁজি—বুকের সমস্ত ধূ ধূ মাঠ—
অথচ জলের শব্দ! অথচ জলের শব্দ! অথচ জলের

৭৩

শেষ অব্দি ফিরে আসি ফিরে আসতে হয় একা একা
কোথাও তোমাকে পাই না না পথে না প্রান্তরে নদীতে
মেঘের অন্তরলোকে বৃষ্টির আড়ালে পাতা ফুলে
তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজি, না কোথাও পাই না তোমাকে
ক্লান্ত অবসন্ন ম্লান রাতে ফিরি, ঘুমিয়ে গেলেই
দেখি স্বপ্নে তুমি আছো, কোথায় চিনিনা, শুধু আছো
চোখের দৃষ্টির পথে আলোকিত অপরূপ মায়া
আমার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে হেসে ওঠো। হেসে উঠি নির্বোধ আমিও।

৭৪

সবাই তাকায় মুখে, অপ্রতিভ আমি কোলাহলে
লুকোই নিজেকে, ভিড়ে মিশে যাই মা, আমার মুখে
বলো তো কী লেগে আছে? লেখা আছে? তুমি
একমাত্র তুমি ছাড়া কেউ পড়তে পারে না কখনো
ফিরে আসি একা থাকি এই মুখ মুখের প্রচ্ছদ
মানে অপমানে আঁকা পুণ্যে পাপে অপমৃত্যুময়
তোমার মুহূর্ত-স্পর্শে দীপ্যমান মূর্ত পবিত্রতা
আমার শরীর ভেঙে আমি উঠে আসি পদতলে।

৭৫

গভীর রাত যন্ত্রণার অন্ধকার মায়ের মুখ
একলা পথ নিঃস্ব নীল মূক নিখিল মায়ের মুখ
তীব্র তাপ মনস্তাপ হায়রে শাপ মায়ের মুখ
দীঘির পাড় অশথতল ব্যাকুল জল মায়ের মুখ
রূপকথার চুপকথার তেপান্তর মায়ের মুখ
হারিয়ে যায় আমার গ্রাম শৈশবের আমার নাম
ফুরিয়ে যায় গল্প আর মুড়িয়ে যায় ন'টেও, আর
ছড়িয়ে যায় মৃত্তিকায় আকাশময় মায়ের মুখ।

৭৬

আজ বড়দিন মেঘলা হাওয়া বৃষ্টি পড়ছে
মন কেমনের গন্ধে ভারি বিষণ্ণতা
পাতার শব্দ জলের শব্দ স্মৃতির শব্দ
আজ সারাদিন কিসের স্পর্শ বুকের মধ্যে
আজ বড়দিন অন্যরকম কেমন স্তব্ধ
তেমনি সবই তেমনি সবাই কেবল বন্ধ
তোমার বাড়ির সেই স্বাভাবিক দরজা জানালা
শুধুই একটি দোদুল্যমান প্রদীপ জ্বলছে
শুধুই আমার মায়ের জন্যে কাঁপছে অশ্রু
আজ সারাদিন মেঘলা কেবল বৃষ্টি পড়ছে।

৭৭

একদিন দেখা হবে, মা, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
বহুদিন পরে ফেরা। তুমি তো মা, অপেক্ষাপাথর
প্রতিমার মতো। দেখ জটাজুট মুখের আড়ালে
তোমার স্নেহের শিশু সকাতর সহায়সম্বলহীন একা
পিঠে জড়ুলের চিহ্ন কিণাঙ্কিত সেই দুটি বাহু
পেটে পিঠে কাটা দাগ সেই মুখ সেই ছোট শিশু
মা ছাড়া জানেনা কিছু। দেখা হবে; অপেক্ষায় থাকো।
একদিন এ শরীর ভেঙে যাব কূটস্থ কান্নায়।

৭৮

মা, তোমার কথা বলি মা, তোমার স্মৃতি
কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখি যেখানে যা পাই
সহসা সহসা চোখ জলে ভরে; সবাই তোমাকে
ভালবাসি, ব'সে থাকি মা, তোমার ঘরে
অন্ধকারে সুখে দুঃখে স্তব্ধ জলে ঝড়ে
সামান্য-সম্বল ক'টি শব্দ দিয়ে কখনো বানাই
কী যে, আমি বুঝি নাকি? বিষণ্ণ প্রকৃতি
দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢাকে নীল কুয়াশায়।

৭৯

তোমার গ্রামের নাম তোমার গ্রামের পথ আজ
সুদূর স্বপ্নের মতো। মা, তোমার মনে ছিল? সেই
রূপকথার আলোছায়া এখনো এ শরীরে আমার
মনে মনে মৃত্তিকার স্নেহরস আকাশের মায়া
চৈতন্যের স্তব্ধ তটে ছলছল প্রবৃদ্ধ প্রাচীন
অশ্বত্থের মায়াবী মর্মর। তুমি আর আমাকে আর
আমাকে কি দেবে তার সজল ঠিকানা বোবারেখা!
তোমার আজন্ম দুঃখী গল্পে এই আমৃত্যু বিশ্বাস
ফোঁটা ফোঁটা জলে দেখ রেখে যায় অনন্ত ইশারা।

৮০

মা, আমি তোমার ঘরে বসে লিখছি আজ
শীত বড় বেশি, তুমি বেঁচে থাকলে লেপের তলায়
শুয়ে থাকতে, কুঁকড়ে, আমি আলোটালো নিভিয়ে দিতাম
জানালাটি সামান্য একটু খোলা থাকত, চেয়ে দেখতে রাত
কতো হলো, ভোর হয়ে এল কি না, সকলের আগে
উঠে যেতে, ঠাকুরের দিকে চেয়ে জপ করতে একা
আজ আমি একাকী ঘরে লিখে রাখছি স্মৃতি
লিখে রাখছি; মা আমার চ'লে গেছে সব কিছু ফেলে
তোমার নির্জন ঘরে আমি লিখছি সব তারা জ্বেলে।

৮১

চিতা নিভে গেছে কবে পড়ে আছে শাদা কালো ছাই
আমি তীব্র শারীরিক স্মৃতিভুক কুড়িয়ে বেড়াই
এপারের অন্ধতীরে স্নেহলিপ্ত নশ্বর নীরব
কয়েকটি দিনের টুকরো রাতের ভগ্নাংশ অবয়ব
তন্ন তন্ন করে খুঁজি ঘরে দোরে সমস্ত সংসারে
ধুলোতে বালিতে জলে ঝড়ে ঝাপসা নদীর এপারে
যদি মেলে যদি কিছু মেলে—যদি থাকে অগ্নিকণা
ছাইয়ের তলায় মাগো, তাই দেরি এমন উন্মনা
কেবল জটিলঝুরি বিশ্বাসের বটবৃক্ষমূলে—
চিতা নিভে গেছে কবে, শুধু শাস্ত্র সংহিতার ভুলে
ফুটে ওঠে সেই ফুল এ হৃদয়ে অবয়বহীন
তোমার মুখের মতো তোমার মুখের মতো দুটি একটি দিন।

৮২

তোমার মৃত্যুর মুখে মধুময় নদী ও বাতাস
পার্থিব ধুলোয় সূর্যে মধুময় ধ্যানের বিষাদ
তোমার মৃত্যুর হাতে স্মিতমুখ আমাদের দেহ
তারপর গোপনতা, নিগূঢ় নিবিড়
নিস্তব্ধ আকাশ। তারও পরে গুহাহিত
স্পর্শাতীত অগম্য গম্ভীর। শুধু অনিমেষ সীমা
রেখা ভেঙে রেখা মুছে ধুয়ে ফেলে প্রত্যক্ষ গোচর
মা, তোমার গুহালোক গুহাহিত মুখ।

৮৩

আরম্ভের প্রান্ত থেকে পিছু পিছু এসেছি এখানে!
অথচ চিনি না? মাঝে মাঝে যেন দেখা হয়েছিল
কথাও বলেছি হয়তো অবসন্ন আতিথ্য নিয়েছি
দুঃখের নিবিড় রাতে হাতে হাত রেখেওছি যেন
তবু কিছু মনে নেই, সে সবের বজ্র প্রতিরূপ কিছু নেই।
শুধু মেঘ ক'রে আসে হাওয়া বয় বিদ্যুৎ চমকায়
বৃষ্টির বিষাদরেখা এঁকে যায় সায়ন্তনী মুখ
পরিচিত অনুভূতি নিংড়ে নামে অননুভবের
অশ্রুবাষ্প অন্ধকার অনপনেয়র ব্যাকুলতা।
কিছুই সহজ নয়, টলোমলো শিশির বিন্দুও
জীবন তো মুঞ্জাঘাস, সমর্পণ-সম্ভব বেদনা
কোথাও দেখিনা, ও মা, স্পর্শাতীত চকিত চুম্বনে
সসাগরা এ জীবন জোয়ারের জলে ভেঙে চুরে
পরিণামহীনতায় ভেসে যায়, তীরে থাকে আমার কঙ্কাল।

৮৪

হারানোর দুঃখ তুমি বেশি জানতে, তবু দিয়ে গেলে
এ ভার আমার বড় সহ্যাতীত, তবু শুষে নিই
এবার আমার পালা বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
রূপহীনা সনাতনী আমাকে কাঁদাও, বাকি দিন
স্নেহহীন ফোঁটা ফোঁটা গড়াই গোপনতম জলে।

৮৫

সেই দুটি চোখ যা সারাজীবন নিবদ্ধ ছিল আমাতে শুধু
তুমি খেয়ে নিলে লেলিহান চিতা আমার সামনে
সেই যে চিবুক ছুঁয়ে ছেনে আমি পেয়েছি শান্তি
তুমি খেয়ে নিলে আমার সামনে সহস্র শিখা
সেই এলোচুল সেই যে আঙুল দুটি হাত দুটি পায়ের পাতা
নিঃশেষে খেলে চিতার আগুন ফেলে রেখে ছাই
তোমাকে জানাই গোপনে : সেদিনই সব শেষ হলে
জ্যোৎস্নার জলে মেঘের কিনারে গাছের পাতায় মৃত্তিকাময়
সে কি অপলক অনিমেষ আহা আনত দৃষ্টি
সৃষ্টির স্থির অবিচল মায়া স্নেহদ্রবনীল
ব্যাকুল নিখিল অননুভবের কি করস্পর্শ!
সেদিন শ্মশানে 'পিতা নো'সি' আর নমস্তের্তু
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় বলেছি ও চিতা।

৮৬

মাকে বলতাম, আমি চ'লে যাব আমি আর ফিরব না
মা আমাকে ফেলে চ'লে গেল মুখে ফুটিয়ে মুখের হাসি
রক্তে আমার তৃষ্ণাকাতর শিকড়েরা স্নেহহীন
ছন্দে আমার আনন্দ নেই শীর্ণ শব্দ ক'টি
নিঃস্ব অনাথ অসহায়—আমি কোনোদিন লিখবো না
কোনোদিন আর, বলতেই মেঘে মেঘে ঢেকে গেল সব
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ভেসে গেল অনাহত শৈশব
যে পথে একাকী মা গিয়েছে চলে কৃষ্ণাদশমী রাতে।

৮৭

মৃত্যু এসে ব'লে গেল, চির বিরহের রাত্রি এসে
স্পষ্ট করে ব'লে গেল : চেয়ে থাকো দিবা বিভাবরী
সুদূর পথের প্রান্তে বিকশিত বনের ওপারে
সজল গন্ধের দিকে। বৃষ্টি পড়ে। ধূসর গোধূলি।
অত্যন্ত গোপনে কার স্পর্শাতীত করস্পর্শ অনির্বচনীয়
অশ্রুসিক্ত শূন্যতায় আশ্চর্য ব্যথার পুষ্প ফোটে!
চঞ্চল নদীর স্রোত স্তব্ধ অন্ধকার তীরে রেখে যায় কিছু
সমুদ্রের শব্দ। কাঁপে নক্ষত্র খচিত নীল নভোমণ্ডলের সেই সেতু।
দিন যায় রাত্রি যায় মাস বর্ষ যুগ যুগান্তর
জন্মের মৃত্যুর মাঝে মা, তোমার উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল প্রহর।

৮৮

ছুঁতে না পারার দুঃখে ব'সে আছি। ছুঁয়েছি কখনো?
যখন গোচর ছিলে গম্য ছিলে, গুহাহিত ছিলে না, তখনো
দেখেছি কি? যতদূর চোখ যায় আজ ধূ ধূ ধুলো আর বালি
আজ শুধু ছেঁড়া পাতা আচ্ছন্ন আভূমি কুয়াশায়
স্মৃতির সমিধভার স্নেহসিক্ত সমর্পণ-সহিষ্ণু কাতর।
মা, আমার কত দেরি? শীর্ণ ডানা দীর্ণ এ হৃদয়
বহুদিন মাতৃহীন অন্ধকারে। মা, আর আমার কত দেরি?
ছুঁতে না পারার দুঃখে দিন যায় সহিষ্ণু সংবেদে।

৮৯

আজ এই দুঃখ তুমি আজ এই কষ্ট তুমি ওমা
এই ব্যর্থ বিড়ম্বিত অবেলার আলোটুকু তুমি
গভীর বিষাদ তুমি হাহাকারময় মেঘমালা
ছিঁড়ে খুঁড়ে নেমে আসা বৃষ্টিময় নিবিড় নিশীথ
সজল বনের গন্ধ সুদূর স্বপ্নের স্পর্শ তুমি
মাটির এ ঘর দোর আকাশের গুহাহিত নীল
মা, তুমি আমার খণ্ড ক্ষুদ্র দীর্ণ বিচ্ছিন্ন ব্যাকুল
অতিক্রান্ত এক তুমি স্তব্ধ নিত্য কল্যাণরূপিনী
অসহ্য আনন্দ-আত্মা সহ্যাতীত অমৃত-আশ্রয়
ব্রহ্মবাদিনীর কণ্ঠ : এষাস্য পরমা গতি। আজ।

৯০

তোমার আনন্দে আজ এই দুঃখ নৈরাশ্য বিষাদ
দেখ মা, কেমন স্তব্ধ সুনিবিড় আকাশের মতো।
কিছুই অগম্য নয়, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বেজে ওঠো
শরীরের কোষে কোষে এ প্রাণের অণুতে অণুতে
কার্যকারণের ছিন্নসূত্রে বোনা তোমার অঞ্চল
বাউল-বাতাসে ওড়ে মাধুর্যে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত।
মা, আমি জগৎপ্রান্তে চিত্তবৃত্তিচঞ্চল একাকী
তবুও সংযুক্ত শুদ্ধ অনুভবগম্য সচেতন
তোমার আনন্দে স্নান পান করি বেজে উঠি ঠিক
সহস্র মৃত্যুর স্রোতে বেঁচে উঠি তোমার আনন্দময় কোলে।

৯১

যতো দিন কাছে ছিলে আমার আকণ্ঠ অভিমান
এখন চিবুক ছোঁয়, প্রায় নিমজ্জিত এই মুখ
পরিণামহীন এক পরিচয়হীন জলে, তবু ধাবমান
সত্তার শিকড় সব শুষে নিতে আশ্চর্য উৎসুক।
এখন শরীর নয়, শাদা হাড় মায়াবী কঙ্কাল
মণিহীন করোটিতে কানায় কানায় ভ'রে ওঠে
স্বর্গাধিক অন্ধকার স্মৃতিগুলি সিক্ত জবা-লাল
বড় বেশি দেরি হলো। ক'টি দিন ক'টি রাত মোটে।

৯২

সীমারেখা ভেঙে আজ অকূলে ভাসিয়ে দিলে তরী
শরীরসর্বস্ব আমি রিপু ভয়ে দিগ্বিদিকহীন
অন্ধমনস্তাপদগ্ধ। নিজস্বতা অর্থহীন সংস্কার ছাড়া
কিছু কি? মা, আমি চাই তোমার ও অধোমুখখানি
অষ্টদলাবৃত। ঊর্ধ-মৃণ্ময়-মৃণালে নীল জলে
শুষে নাও অন্ধকার আকাশ-সংলগ্ন এই মায়া
যখন ভাসিয়ে দিলে সীমাহীন শূন্য করতলে।

৯৩

তুমি নও? শবদেহ? মা, আমি যে বিশ্বাস করিনি
তাই স্তব্ধ বুকে কান পেতে শুনতে চেয়েছি স্পন্দন
তুমি নও? শুধু তীব্র স্নেহাতুর এলোমেলো হাওয়া?
মা, আমি জানি না, তাই ভাসাই আমার সব দাহ।
বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি? মেঘ শুধু মেঘ? জ্যোৎস্না কি জ্যোৎস্নাই?
পাতার মর্মর? নিদ্রাহীন তারা? মূর্তির পাথর?
তোমার ছবির পট? জপমালা? প্রত্যহের এই ঘরদোর?
তুমি নও? এ সমুদ্র এ পর্বত এ আকাশ আকাশের পারে
আবার আকাশ আরো আকাশের পারের আকাশ
তুমি নও? তাহলে কে স্নেহাঞ্চলে মুছে দেবে স্বেদ
আমার ব্যথার বিন্দু বিন্দু রক্ত তাপিত নিঃশ্বাস?

৯৪

মৃত্যু আলো ফেলে গেল ওই মুখে তাই দেখা হলো
আকাশে আকাশে টানা জাল ছিঁড়ে নেমে এলো ত্রাণ
পূজায় সন্ধ্যায় ধ্যানে ক্রমাগত বেড়ে ওঠা নীল ব্যবধান
প্রকৃতি-মণ্ডল ছুঁয়ে প্রবাহিত বিরজা নদীতে নীল জলে
তোমার চিন্ময় দেহ। দেখা হলো। মৃত্যুর ভিতরে।

৯৫

যতোদিন বেঁচে থাকবো যেন থাকো এভাবে স্মৃতিতে
যেন প্রতিদিন স্নান তীর্থ পূজা আমার আহ্নিক
তোমার স্মৃতিতে সিক্ত হয়ে ওঠে সমর্পিত ফুল
যেন জ্বলে জাগর প্রদীপ, যেন তারার চন্দনে
রাতের আকাশ রোজ ফুটে ওঠে, দৃষ্টির সুধায়
আমার শরীর স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে অবসন্ন মনে
মা, তোমাতে অবলুপ্ত হতে পারি মুক্তিতে বন্ধনে।

৯৬

এই সকালের আলো তোমার প্রসন্ন হাসিটুকু
এই ফুল এই গন্ধ তোমার মধুর কথা যেন
এই স্নিগ্ধ হাওয়া ঠিক স্পর্শের মতন
এই পাখিটির খুশি চঞ্চলতা তোমারই জননী
এই অপার্থিব নীল আকাশও তো তুমি
আজ সব কিছু যেন সংকেত ও ব্যঞ্জনাবিহীন
সুন্দর সহজ মূর্তি মূর্ত স্নেহ মা, তুমি আমার।

৯৭

বড় বেশি দেরি হলো, তবু দেখ এসেছি নিকটে
ডানায় অপরিসীম ক্লান্তি চোখে ঝাপসা সব কিছু
গলায় কান্নার ঢেলা বুকে শুধু স্তব্ধ হাহাকার
কিছুই দেখছি না স্পষ্ট, তবু এই নিকটে আমার
আনন্দের অনুভবে আজ আমার নবজন্ম মাগো
আজ আমার জন্মদিন, দ্বিজত্বের দীক্ষা, শুধু দাও
তোমার অমৃত স্পর্শ, কথা বলো, মন্ত্রের শরীরে
রক্ত চলাচল এই চৈতন্যের অকূল পরিধি
ছাপিয়ে জ্যোতির নীল তরঙ্গে আমার কী মা হবে?
তুমি অসহায় শীর্ণ হাত ধরো কথা বলো শুধু
অথবা চোখের জলে ফোঁটা ফোঁটা আমাকে ভেজাও
তাতল সৈকতে, বড় দেরি হলো, তবুও এসেছি।

৯৮

শুধু আজ? সারাটা জীবন। তুমি তুলে নাও জালে।
আমি জন্মাবধি জানি। ভুলের অপর নাম তুমি।
নও? এই অগ্নিশুদ্ধ আগ্নেয় বিশ্বাস সঙ্গে থাক।
আগুন নেবেনা কিছু দেহ ছাড়া এ শরীর ছাড়া।
গভীর গোপনে জল লিখে রাখে তবু এপিটাফ।
কে তুমি মায়ের মতো ঢেকে রাখো লতায় পাতায়
আমার সমস্ত লজ্জা অপমান? মা কে তো কখনো
চিনিনি। জন্মান্ধ। শুধু উচ্চারণ-সার।

৯৯

এখনো পথের ধুলো সোনা হয়ে রয়েছে পথেই
প্রতিটি পাতায় ঘাসে কুঁড়িতে শিশিরে
এখনো আলোর জলে টলোমলো লেগে আছে হাসি
মাটির প্রতিটি শিরা রক্তচমকিত উচ্চকিত—
এই পথে হেঁটে গেছো এই পথে তুমি হেঁটে গেছো।
আমি যতোদিন থাকি ও ধুলো, ও ঘাস, পাতা, জল
পিপাসা-সম্বল এই অন্ধকে সবাই ছুঁয়ে থাকো
আমার মায়ের স্পর্শ দিয়ে : মা যে এই পথে হেঁটে গেছে একা।

১০০

দেখতে খুব ইচ্ছে ক'রে সে অনাথ বালিকার মুখ
যে একা বিষণ্ণ দুঃখী ব'সে আছে কোলাহল ফেলে।
নীলাম্বরী কিশোরীকে—বিশেষতঃ লাজুক বধূকে
দেখার পিপাসা হয় স্বামী সোহাগিনী কতখানি
দেখতে চাই পাগলিনী সন্তান হারানো সেই মাকে
আমি যার যন্ত্রণার সুনিবিড় আনন্দ-সন্তান।
হাত ধ'রে হাঁটতে বড় ইচ্ছে করে পা ফেলে পা ফেলে
সুদূর মৃত্যুর দিকে, এ জন্মের আমরণ ঝুঁকে থাকা মা, তোমার দিকে।

১০১

কারিপাতা কী রকম জানি না কখনো
কতো বড়ো গাছ হয় কতো ডালপালা
পাতাগুলি কারিতে কি লাগে?
শুধু মাটি খুঁড়ে দিই জল দিই ওকে
ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে শাখাপ্রশাখায়।
কারিপাতা মানে জানি এপ্রিলের কুড়ি
কারিপাতা মানে সেই দুঃখিনী সিস্টার
কারিপাতা মানে কৃষ্ণাদশমীর রাত
কারিপাতা মার মুখ মৌন মূক স্থির
কারিপাতা মার দেহ মার মৃতদেহ
এ ছাড়া যে কী রকম কিছুই জানি না
কারিপাতা স্মৃতিপাতা দুঃখী পাতা। এই।

১০২

আমার জন্মের দিন জলে ঝড়ে দুর্যোগে অধীর
আমার মৃত্যুর দিনও বৃষ্টি হবে বইবে ঝড়ো হাওয়া
মায়ের জন্মের দিনে উৎস থেকে প্রলয়ের জল
মায়ের মৃত্যুর দিনে ঝাঁপ দিল সমস্ত তারারা
অন্ধকার নদীতীরে জন্মের মৃত্যুর মাঝখানে
আমরা পেরোবো ব'লে, থেমে গেল সজল সময়
ভেসে ভেসে যেতে যেতে গঙ্গার কিনারে।

১০৩

কোথাও কিছু নেই, সহসা এ বজ্রগর্ভ মেঘ
উথাল পাথাল হাওয়া! কী হলো কী হলো?
মায়ের মুখের মতো, বেদনার এমন উদ্বেগ!
বিরজা নদীর সাঁকো স্তব্ধ অন্ধকার টলোমলো।
কখনো দেখিনি তবু কাছে ছিলে খুব কাছে ছিলে
দুঃখের নিবিড় রেখা যত মুছি তত ফুটে ওঠে
পাশাপাশি হেঁটে যাই মা ও আমি দুই জনে মিলে
এখনো ঘূর্ণিতে বাঁকে জলস্রোতে ঝড়ের দাপটে।

১০৪

চলো তবে ধূ ধূ নীল সমুদ্রে ভাসাই নৌকোখানি
তেপান্তর শেষ হলে পক্ষীরাজ ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী
শুধু নীল নীল নীল শুধু ঢেউ ঢেউ আর ঢেউ
আমাদের পার নেই সীমা নেই, দিকচিহ্নহীন, নেই কেউ
অফুরন্ত সময়ের হিরণ্যগর্ভের মধ্যে আমরা বস্তুত
অপর্যাপ্ত দুঃখ নিয়ে ভেসে যাই ও মা ওতপ্রোত
মৃত্তিকা-সংলগ্ন সব ডাক দেবে, আমরা ফিরবো না
গভীর গভীরতর নীলে শূন্যে চলে যাব তুমি আমি ও মা।

১০৫

যদি বলো চলো যাই এখনি ভাসাই যদি বলো
মা, আমার ছোট নৌকো তোমার অপার পারাবারে।
ততক্ষণ তুমি চলো মাটির সংসারে একবার
ততক্ষণ তুমি এসো একবার আমার ধুলোর শাদা পথে
ততক্ষণ চেয়ে থাকো আমার ঘুমন্ত মুখে তারাটির মতো
ততক্ষণ একবার সমস্ত শরীর নিয়ে অশ্রুর ফোঁটায়
মা, আমাকে ধর্মাধিক স্নান করাও তুমিময় জলে
আমাকে জড়িয়ে থাকো অন্ধকার ঘুমের ভিতরে
আমার সমস্ত ভুল ফুল ক'রে ফোটাও এ ব্যথিত জীবনে
তোমার সমস্ত চোখ মেলে তুমি চেয়ে থাকো জননী আমার
আকাশের মতো, আমি ভাসাই আমার নৌকো তোমার ভিতরে।

১০৬

কোথাও তো কেউ নেই। তবে কে আমার নাম ধ'রে
ডেকে উঠলো? বহুদিন ডাকনামে ডাকেনি তো কেউ!
যেন ঘুম ভেঙে গেল, যেন ভোর, যেন কোনোখানে
যাবার জন্যই ডাকলো, স্নেহময়, এখনো তো রাত
ভোরের অনেক দেরি, অন্ধকার আনত আকাশ
সপ্তর্ষিরেখায় আঁকা, মৌন পাখি, পাতারা ঘুমিয়ে
ঘুমিয়ে নদীও, তীরে কোলাহলহীন জনপদ
রাত্রির প্রহর কাঁপে প্রাণে প্রাণে আগুনের কণা
নভোমণ্ডলের তলে। তবে কে আমার ডাকনামে
ডেকে উঠলো বেজে উঠলো হৃদয়ের শিরা
আকাশ পেরিয়ে আরো আকাশে আকাশে জ্বলে ও কি
আমার সত্তার উৎস সর্বস্ব। কে? জননী জননী!

১০৭

তোমার নাম নেই তোমার রূপ নেই
তবুও ডাকি আর বলি যে, দেখা দাও।
আমার কাছে আছো আবার দূরে আছো
আবার আজীবন কোথাও কেউ নেই।
এমনি যায় সব ব্যাকুল কলরব
নীরবে নতমুখ আমার সুখ দুখ
আমার অপমান তোমারই লজ্জায়।
ভাঙো ও গ'ড়ে তোলো অশ্রু ছলোছলো
আমার এই দেহ জন্ম মৃত্যুর
তুমিই অগ্নি ও তুমিই জলরেখা
তুমিই মৃত্তিকা তুমিই নীলাকাশ
আমাকে ঘিরে আছো আমাকে ধ'রে আছো
অপরিণাম কালে তোমারই নামরূপে
আমারই নামরূপ তোমারই নামরূপ।

তুমি স্থূলে তুমি সূক্ষ্মে বিরজা ব্রহ্মবাদিনী
প্রকৃতি মণ্ডলে তীব্র কোটিসূর্যসমপ্রভা
চিন্ময়ী চন্দ্রমা স্নিগ্ধা সুশীতলা স্নেহময়ী
হৃদয়কমল মধ্যে অধোমুখী অনাহত
মা আমি পৈতৃক-ভিটে পরিত্যক্ত, এ কর্ণিকা
ধ্যানবিন্দুশ্রুতিসুপ্ত, মহামূর্খ পরাভূত
জন্মমৃত্যু জলে ভাসি শরণাগতিতে একা।